দাদা ভগবান প্ররূপিত
আত্মবোধ
Bengali

দাদা ভগবান প্ররুপিত

আত্মবোধ

মূল হিন্দি সংকলন :   ডাঃ নীরুবেন অমীন

বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

ত্রিমন্ত্র

নমো অরিহন্তাণম্

নমো সিদ্ধাণম্

নমো আয়রিয়াণম্

নমো উবজ্ঝায়াণম্

নমো লোয়ে সব্বসাহূণম্

এ্যাসো পঞ্চ নমুক্কারো ;

সব্ব পাবপ্পনাশণো

মঙ্গলাণম্ চ সব্বেসিম্ ;

পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ॥ ১ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ২ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

জয় সচ্চিদানন্দ

দাদা ভগবান কে ?

১৯৫৮ সালের জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬ টার সময়, ভিড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলস্টেশনের প্লেটফর্ম নম্বর ৩ এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহ মন্দিরে প্রাকৃতিকভাবে, অক্রমরূপে, অনেক জন্ম ধরে ব্যক্ত হবার জন্য আতুর 'দাদা ভগবান' পূর্ণ রূপে প্রকট হলেন। আর প্রকৃতি সৃজন করলেন অধ্যাত্মের এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য ! এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হল ! 'আমি কে ? ভগবান কে ? জগত কে চালায় ? কর্ম কি ? মুক্তি কি ?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সম্পূর্ণ রহস্য প্রকট হয়। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বের সন্মুখে এক অদ্বিতীয় পূর্ণ দর্শন প্রস্তুত করলেন আর তার মাধ্যম হলেন শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, গুজরাটের চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরণ গ্রামের পাটিদার, যিনি কন্ট্রাকটরী ব্যবসা করেও সম্পূর্ণ বীতরাগী পুরুষ !

ওনার যা প্রাপ্ত হয়েছিল, সেভাবে কেবল দুই ঘন্টাতেই অন্য মুমুক্ষু জনকেও আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন, ওনার অদ্ভুত সিদ্ধজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা। একে অক্রমমার্গ বলা হয়। অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের, ক্রম অর্থাৎ সিঁড়ির পর সিঁড়ি, ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফ্ট মার্গ, শর্ট কাট !

উনি স্বয়ংই সবাইকে 'দাদা ভগবান কে ?' এই রহস্য জানিয়ে বলতেন "যাকে আপনারা দেখছেন সে দাদা ভগবান নয়, সে তো 'এ. এম. প্যাটেল'। আমি জ্ঞানী পুরুষ আর ভিতরে যিনি প্রকট হয়েছেন তিনিই 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। উনি আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যে আছেন। আপনার মধ্যে অব্যক্ত রূপে আছেন আর 'এখানে' আমার ভিতরে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয়ে গেছেন। দাদা ভগবানকে আমিও নমস্কার করি।"

'ব্যবসাতে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্মতে ব্যবসা নয়', এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারো কাছ থেকে কোন অর্থ নেন নি উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদেরকে তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

পরম পূজ্য দাদাশ্রী গ্রামে-গ্রামে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমন করে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবেহন অমীন (নীরুমা)-কে স্বরূপজ্ঞান (আত্মজ্ঞান) প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহবিলয়ের পর নীরুমা একই ভাবে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্ত ভাবে করাতেন। দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেশাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। নীরুমার উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে মুমুক্ষুদের আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন যা নীরুমা-র দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার-হাজার মুমুক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব করে থাকেন।

নিবেদন

জ্ঞানী পুরুষ পরমপূজ্য দাদা ভগবানের শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহার জ্ঞানের সম্বন্ধীয় যে বাণী নির্গত হয়েছিল, তা রেকর্ড করে সংকলন তথা সম্পাদনা করে পুস্তক রূপে প্রকাশিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপরে নির্গত সরস্বতীর অদ্‌ভুত সংকলন এই পুস্তকে হয়েছে, যা নব পাঠকদের জন্য বরদান রূপে সিদ্ধ হবে।

প্রস্তুত অনুবাদে এ বিশেষ ধ্যান রাখা হয়েছে যে পাঠকদের দাদাজীরই বাণী শুনছেন, এমন অনুভব হয়, যার জন্য হয়তো কোন জায়গায় অনুবাদের বাক্য রচনা বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু সেই স্থলে অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি করে পড়লে অধিক লাভ-দায়ক হবে।

প্রস্তুত পুস্তকে অনেক জায়গায় কোষ্টকে দেওয়া শব্দ বা বাক্য পরম পূজ্য দাদাশ্রী দ্বারা বলা বাক্যকে অধিক স্পষ্টতাপূর্বক বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে। যখন কি কোন জায়গায় ইংরেজি শব্দকে বাংলা অর্থ রূপে রাখা হয়েছে। দাদাশ্রীর শ্রীমুখ থেকে নির্গত কিছু গুজরাটি শব্দ যেমন তেমনই *ইটালিক্সে* রাখা হয়েছ, কারণ এই সব শব্দের জন্য বাংলায় এমন কোন শব্দ নেই, যে এর পূর্ণ অর্থ দিতে পারে। তবুও এইসব শব্দের সমানার্থী শব্দ অর্থ রূপে কোষ্ঠকে দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রূপে অনুবাদিত করার প্রযত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞানের সঠিক আশয়, যেমনকার তেমন, আপনাদের গুজরাটি ভাষাতেই অবগত হতে পারে। যিনি জ্ঞানের গভীরে যেতে চান, জ্ঞানের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান, সে এর জন্য গুজরাটি ভাষা শিখে নেবেন, এটাই আমাদের বিনম্র অনুরোধ।

অনুবাদ সম্পর্কিত অসম্পূর্ণতার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

*****

সম্পাদকীয়

আত্মসাক্ষাৎকার পাওয়ার জন্য, আত্মা কে জানার জন্য সমস্ত ধর্মতে বলা হয়েছে। কিন্তু আত্মা কিভাবে প্রাপ্ত করবে ? আত্মার সত্যিকার স্বরূপ কি ? আত্মা কি করে ? এই সব প্রশ্নের সমাধান কিভাবে করবে ? এই জ্ঞান কোথা থেকে প্রাপ্ত হতে পারে ?

বিশ্বে কখনো কখনো আত্মজ্ঞানী পুরুষ অবতারিত হন, তখন এই আধ্যাত্মিক রহস্য উন্মুক্ত হতে পারে। সংসারে যা কিছু জ্ঞান আছে ও ভৌতিক জ্ঞান, রিলেটিভ জ্ঞান। তাতে আত্ম সাক্ষাৎকার কখনো হতে পারে না। জ্ঞানী পুরুষের আত্মার অনুভব হওয়াতে আত্ম সাক্ষাৎকারের প্রাপ্তি হতে পারে।

আত্মার ওপরে তো গীতাতে, উপনিষদে, বেদে, আগমে বড়-বড় গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়ে যাবে এত কিছু বলা হয়েছে। কিন্তু যখন স্বয়ং জ্ঞানীপুরুষ প্রত্যক্ষ থাকেন, তখন মূল তত্বের কথা সংক্ষিপ্তে সমস্ত জ্ঞানার্ক প্রাপ্ত হয়ে যায়।

আত্মা কি জিনিস ? কষায় আর আত্মার কি সম্বন্ধ ? কষায় আত্মার গুণ না জড়ের ? আত্মা নির্গুণ না সগুণ ? সে দ্বৈত না অদ্বৈত ? ব্রহ্ম সত্য না জগত ? কি আত্মা সর্বব্যাপী ? জড় আর চেতনের ভেদরেখা, আত্ম শক্তি আর প্রাকৃত শক্তিতে কি অন্তর ? আত্মা সক্রিয় না অক্রিয় ? আসলে আত্মা কি জিনিস ? আত্মার স্থান কোথায় ? সে কেমন দেখতে হয় ? জড় তত্ব আর চেতন তত্বের মিশ্রন থেকে যে বিশেষ পরিণাম 'সাইন্টিফিকেলী' উৎপন্ন হয়েছে, যে সমস্ত সংসার পরিভ্রমণের জড়, তার যথার্থ বিজ্ঞান দাদাশ্রী এখানে সুস্পষ্ট করেছেন!

বিশ্বের ছয় সনাতন তত্বের সুন্দর, সরল ভাষায় বর্ণন করেছেন।

এই সমস্ত কথা জ্ঞানী ছাড়া আর কে বলতে পারেন ? পরম পূজ্য দাদা ভগবান, যে এই কালে পূর্ণ জ্ঞানী হয়ে গেছেন, তিনি এই সমস্ত কথা সোজা, সরল আর সহজ ভাষায় বুঝিয়েছেন ।

সাধারণ থেকে সাধারণ ব্যক্তি ও বুঝে যায় এমন ভাষাতে, উদাহরণের সাথে বলাতে, গুহ্য কথা ও বুঝতে অনেক সরল হয়ে গেছে । শাস্ত্রের কথা উপলব্ধিতে শীঘ্র আসে না ।

আত্মা কে চেনার দাদাশ্রীর সুন্দর ভেদজ্ঞানের প্রয়োগ, যার দ্বারা মাত্র দুই ঘন্টাতেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে যায় ! যাহাতে বাকি থাকা শেষ জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন আসে আর সর্বদা 'আমি শুদ্ধাত্মা' এমন খেয়ালে থাকে ।

- ডা. নীরুবেহন অমীনের-এর জয় সচ্চিদানন্দ ।

অনুক্রমণিকা

আত্মবোধ

আত্মা - নির্গুণ না সগুণ ?

প্রশ্নকর্তা : ভগবানকে নির্গুণ, নিরাকার বলা হয়, এই কথা কি ঠিক ?

দাদাশ্রী : ভগবান নিরাকার, কিন্তু নির্গুণ নয়। নির্গুণ তো এখানে একটা পাথর ও নয়। ভগবানে প্রাকৃতিক একটা ও গুণ নেই কিন্তু স্বয়ং স্বাভাবিক গুণের ধাম।

প্রকৃতির গুণ, সে সব নাশবন্ত। সেই নাশবন্ত গুণ (এর দৃষ্টি) থেকে আত্মা নির্গুণ আর স্বাভাবিক গুণে, পারমানেন্ট গুণে সে পরিপূর্ণ। সেই সব গুণ আমি দেখেছি। সেই সব গুণকে আমি জানি। যেমন সোনার (নিজের) গুণ আছে আর তামার ও (নিজের) গুণ আছে, দুটোই নিজের স্বাভাবিক গুণ দ্বারা আলাদা থাকে। গুণের বিনা তো বস্তুর কিভাবে পরিচয় হতে পারবে ? বস্তুর নিজের গুণ থাকে। প্রকৃতির সব গুণ বিনাশী। কোন বড় সন্ত পুরুষ হয়, কিন্তু সে 'জ্ঞানী' হন নি আর তাঁর আত্মার অনুভব হয়নি তো সে প্রাকৃত গুণেই আছেন। তাঁকে যতই গালা-গাল কর, মার-ধর কর তবুও সমতা (ধৈর্য) রাখেন, তো আপনার মনে হবে কত সমতা, শান্তি, ক্ষমা, সত্য, ত্যাগ, বৈরাগ্য গুণের, কিন্তু তাঁর কখনো সন্নিপাত হয় (মাথা ঘুরে যায়), তো সেই বড় সন্ত পুরুষ ও গালা-গাল দেবে, মারবে। ও প্রকৃতির গুণ আর সে সব গুণ নাশবন্ত। প্রকৃতির ভাল গুণ থাকে, তবুও তাতে খুশী হওয়ার আবশ্যকতা নেই। যার আত্মার অনুভব হয়ে গেছে ফের তাঁর কিছু হয় না।

প্রকৃতির একটাও গুণ শুদ্ধাত্মাতে নেই আর শুদ্ধাত্মার একটাও গুণ প্রকৃতিতে নেই।

মনুষ্যের যে ইচ্ছা হয়, ও প্রাকৃত গুণ, তাতে আত্মা তন্ময়াকার হয়ে যায়, তো তাতে কর্ম বাঁধে। আত্মা তন্ময়াকার হয় না, তো দুটো আলাদাই

থাকে। অজ্ঞানতাতে তন্ময়াকার হয়ে যায় আর জ্ঞান মেলে তো তন্ময়াকার হয় না।

আত্মা, দ্বৈত না অদ্বৈত ?

প্রশ্নকর্তা : আত্মা দ্বৈত না অদ্বৈত ?

দাদাশ্রী : কিছু লোকেরা বলে যে আত্মা দ্বৈত, তো কিছু লোকেরা বলে যে বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, এমন নানান ধরনের কথা বলে। কিন্তু আত্মা দ্বৈত নয়, অদ্বৈত ও নয়। আত্মা দ্বৈতাদ্বৈত। 'জ্ঞানী পুরুষ' দ্বৈত ও হয় আর অদ্বৈত ও হয়, দুটোই সাথে থাকে। অদ্বৈতে জ্ঞাতা-দ্রষ্টা আর পরমানন্দী আর দ্বৈতে ক্রিয়া করেন। দ্বৈত ক্রিয়া করে, তাঁর অদ্বৈত জ্ঞাতা-দ্রষ্টা থাকেন। দ্বৈত জ্ঞেয় আর ভগবান জ্ঞাতা-দ্রষ্টা, পরমানন্দী। যে পর্যন্ত দেহ আছে, সে পর্যন্ত আত্মা একলা অদ্বৈত হতে পারে না। দ্বৈতাদ্বৈত থাকে। বাই রিলেটিভ ভিয়্যুপয়েন্ট (আপেক্ষিক দৃষ্টিকোন) আত্মা দ্বৈত। বাই রীয়েল ভিয়্যুপয়েন্ট (বাস্তবিক দৃষ্টিকোন) আত্মা অদ্বৈত। সেইজন্য আত্মাকে দ্বৈতাদ্বৈত বলা হয়েছে। প্রথমে নিজের পরিচয় চাই যে, 'আমি স্বয়ং কে'। কি নাম আপনার ?

প্রশ্নকর্তা : রবীন্দ্র।

দাদাশ্রী : তো আপনি স্বয়ং রবীন্দ্র ? ও তো আপনার নাম। যতক্ষণ ভ্রান্তি আছে, ততক্ষণ নিজের শক্তি প্রকট হয় না। 'আমি রবীন্দ্র' ও তো ভ্রান্তি আর 'আমি কে' জেনে নাও তো সব ভ্রান্তি চলে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : পঞ্চভূত মায়ার অধীন-ই হয় ?

দাদাশ্রী : মায়া কার মেয়ে ?

প্রশ্নকর্তা : ভগবানের।

দাদাশ্রী : ভগবানের মেয়ে ?! দেখুন, আমি আপনাকে সত্য বলছি যে মায়া কি ! স্বরূপের অজ্ঞানতা, সেটাই মায়া। যেখান পর্যন্ত স্বরূপের অজ্ঞানতা আছে, সেখান পর্যন্ত মায়া আছে। স্বরূপের জ্ঞান হয়ে যায় তো

মায়া চলে যায়।

প্রশ্নকর্তা : মায়া কি কোন বস্তু ? তার কোন অস্তিত্ব আছে ?

দাদাশ্রী : কোন অস্তিত্বই নেই। ও রিলেটিভ, ও রীয়েল নয়। বেদান্তে কি লেখা আছে, ভগবান প্রাপ্ত করার জন্য কি চাই ? মল, বিক্ষেপ আর অজ্ঞান চলে যেতে হবে, তো ভগবান পাওয়া যাবে। তো অজ্ঞান, ও ই মায়া।

প্রশ্নকর্তা : তো অজ্ঞান কিভাবে যায়।

দাদাশ্রী : ও 'জ্ঞানীপুরুষ'-এর দর্শন হলে, তো তাঁর কৃপাতে সব চলে যায়। যে মুক্ত হয়ে গেছে, সে সব কিছু করে দেন। জগতে এসেছি তো কিছু বুঝতে তো হবে কি না ! এই জগত কে বানিয়েছেন ? কেন বানিয়েছেন ?

প্রশ্নকর্তা : এমনি তো বলা হয় যে, 'একোহম্ বহুস্যামি', তো এর বানানোর কোথাও অর্থই বের হয় না।

দাদাশ্রী : ও আত্মা আছে না, সে-ই ভগবান আর সে-ই 'একোহম বহুস্যামি'। ভগবান তো সব জায়গায় একই সমান হন। ভগবানে পার্থক্য নেই, ডিফারেন্স নেই। 'একোহম বহুস্যামি' ও তো এমন বলে যে ভগবান একই হন আর বহুস্যামি অর্থাৎ আলাদা-আলাদা আত্মার রূপে আছেন। সব আত্মা মিলালে তো এক ই হয়, এক লাইটে সব লাইট মিলে যায় এমন বলে, কিন্তু এমন নয়। কারণ এতে আমাদের কি লাভ ?

সত্য কি ? ব্রহ্ম না জগত ?

প্রশ্নকর্তা : জগত নেই ?

দাদাশ্রী : জগত আছে, নিদ্রাতে ও আছে আর জাগৃতে ও আছে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ব্রহ্মকে সত্য আর জগত কে মিথ্যা বলে না ?

দাদাশ্রী : জগত মিথ্যা নয়। জগত সত্য। মিথ্যা বলে, ও অন্য ভাষায় বলে। সেই ভাষা আপনার ধারণায় আসে না। ওরা বলে সেটা ভুল বলে না, কিন্তু আমাদের ধারণাতে আসতে হবে যে কাকে মিথ্যা বলে ! জগত

সত্য আর ব্রহ্ম ও সত্য। The world is relative correct and Brahma is realcorrect. (জগত আপেক্ষিক সত্য আর ব্রহ্ম বাস্তব সত্য) কেউ রাস্তায় পয়সা ফেলে দেয় ? কখনো কোথাও কোন রাস্তায় এক পয়সা ও মেলে ? কত পয়সা পরে, কিন্তু পুরো রাস্তায় এক পয়সা ও মেলে না। আরে, ২৪ ঘন্টা পয়সা ফেল তবুও সব লোকেরা তক্ষুনি তুলে নেয়। জগত মিথ্যা তো নয়। জগত মিথ্যা হত তো নিদ্রাতে মুখে লঙ্কা দিয়ে দিলে কেউ উঠবেই না। কিন্তু লঙ্কা দিয়ে দিলে তো ফের তাকে ওঠাতে হয় না। তার ইফেক্ট হয়ে যায়। এমন জগত ও সত্য। কখনো কেউ গাল দিয়ে দেয়, তো জগত মিথ্যা মনে হয় ? জগত রিলেটিভ সত্য, আত্মা রীয়েল সত্য।

প্রশ্নকর্তা : সুষুপ্ত-তে আর স্বপ্নে জগত নেই, এই জাগৃত অবস্থায় জগত আসে ?

দাদাশ্রী : না, স্বপ্নে যে জগত আছে, সে দুই শরীরের জগত। সেই যে স্বপ্ন হয়, ও দুই শরীরের স্বপ্ন, ও বন্ধ চোখের স্বপ্ন। এই খোলা চোখের স্বপ্ন, এ তিন শরীরের স্বপ্ন। এতে জাগৃত হয়ে যাও, ফের মুক্ত হয়ে গেছ। যেখান পর্যন্ত স্বপ্ন আছে, সেখান পর্যন্ত জগত সত্য লাগে। স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় তো সত্য মনে হয় না।

মালিকী ভাব, সেখানে চেতন !

প্রশ্নকর্তা : ভগবান সর্বব্যাপী কিন্তু সে দেখা কেন যায় না ?

দাদাশ্রী : সর্বব্যাপী মানে কি ?

প্রশ্নকর্তা : Omnipresent (সর্বত্র বিরাজমান), প্রত্যেক জিনিসে ভগবান আছেন।

দাদাশ্রী : তো এ টেপরেকর্ডার ভেঙ্গে দেয় তো হিংসা হয় তো ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : আর পাখি কে মেরে ফেলে তাতে ও হিংসা হয় ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, হয়।

দাদাশ্রী : পাখির হিংসা আর টেপরেকর্ডারের হিংসা সমান হয় ?

প্রশ্নকর্তা : এতে প্রাণীর হত্যা হয়, আর ওতে দেখা যায় না।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তো এ জড় আর পাখিতে চেতন আছে। যেখানে চেতনা আছে, সেখানে লোকসান করে তো হিংসা হয় আর জড় কে লোকসান করে তো হিংসা হয় না। কিন্তু এতে কি হয়, ও জানা দরকার।

যদি টেপরেকর্ডারের কোন মালিক না হয়, তো আমরা টেপরেকর্ডার কে ভেঙ্গে ফেলি, তো আমাদের হিংসা লাগে না। কিন্তু তার কোন মালিক থাকে তো টেপরেকর্ডার ভেঙ্গে ফেললে তার মালিকের দুঃখ হয়, এইভাবে হিংসা হয়।

সেই জন্য সব কিছুতে ভগবান আছেন, এমন বলা হয়। যদি জড়ের কারো মালিকানা না হয়, তো তার ভিতরে ভগবান নেই, কিন্তু মালিক থাকে, তো মালিকের দুঃখ হয়, সেইজন্য এই টুকুই চেতন জড়ে আছে এমন বলা হয়। তাকে 'সঙ্কল্প চেতন' বলে। নয় তো জড় তো জড়ই হয়, তাতে ভগবান থাকেন ই না।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ভগবান সর্বব্যাপী তো নিশ্চিত রূপে আছেন বা তাতেও কোন শঙ্কা থাকে ?

দাদাশ্রী : সর্বব্যাপীর অর্থ এই যে ভগবানের যে প্রকাশ আছে, ও সর্বব্যাপী হয়ে যায়। যদি দেহের আবরণ না হয় তো এর প্রকাশ কেমন হয় ? সর্বব্যাপ্ত হয়। সত্যিকার ভগবান জড়ে নেই, সব ক্রিয়েচারের (জীব) ভিতরে আছেন আর সুদ্ধ চেতন রূপে আছেন। সমস্ত ব্রহ্মান্ডে ক্রিয়েচারে ভরে আছে। সবার ভিতরে ভগবান আছেন।

God is in every creature, whether visible or invisible; & not in creation ! (ভগবান প্রত্যেক জীবমাত্রে বিদ্যমান, দৃশ্যত অথবা অদৃশ্য; আর সৃজনে হয় না) এ ভগবানের সঠিক এড্রেস। সেই সঠিক এড্রেস জেনে কি ফায়দা যে এই টেবিল কে আপনি ভেঙ্গে দেন তো এর কোন পাপ

লাগে না। এর মালিক কে জিজ্ঞাসা করে আমি ভেঙ্গে দিই, তো কোন পাপ লাগে না। এক bug (ছাড়পোকা) মেরে দেয় তো পাপ হয়, কারণ তার ভিতরে ভগবান আছেন। যেখানে ভগবান আছেন, সেখানে হিংসা করবে না আর এর, টেবিলের হিংসা হয়ে যায়, ভেঙ্গে ফেল তাতেও কোন অসুবিধা নেই আর নতুন বানিয়ে দাও তাতেও কোন অসুবিধা নেই। যা মানুষ বানাতে পারে না, এক bug কে মানুষ বানাতে পারে না, সেই ক্রিয়েচারের ভিতরে ভগবান আছেন।

প্রশ্নকর্তা : যত ক্রিয়েচার আছে, সেই সবের ভিতরে শুদ্ধ চেতন আছে ?

দাদাশ্রী : সবেতেই শুদ্ধ চেতন আছে।

প্রশ্নকর্তা : তো ফের জড়ে ও শুদ্ধ চেতন হওয়া উচিৎ।

দাদাশ্রী : জড়ে শুদ্ধ চেতন নেই। জড় তো জড়-ই। জড় তো পরিত্যাগ করে দেওয়ার জিনিস, গ্রহণ করার জিনিস নয়। এর ভিতরে সঙ্কল্প চেতন আছে। আমি তার মালিকানা ভাব ছেড়ে দিই তো তার থেকে ততটা চেতন বের হয়ে যায়। জড় পদার্থের ভিতরে সঙ্কল্প চেতন আছে আর যে সাচ্চা ভগবান সে শুদ্ধ চেতন রূপ হয়।

যেখানে জ্ঞান নেই, emotions (আবেগ) নেই সেখানে চেতন নেই। চেতনের অর্থ-ই জ্ঞান। নিজের শুদ্ধ স্বরূপের জ্ঞান, সে ই চেতন। তো যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে চেতন আছে। নয় তো যেখানে জ্ঞান হয় না, কিন্তু সেখানে কারো মালিকী ভাব হয় তো তাকে 'সঙ্কল্প চেতন' বলা হয়। সঙ্কল্প চেতন সত্যি চেতন নয়। মালিকানা ভাব ছেড়ে দিই তো কিছুই নেই।

সর্বব্যাপী, চৈতন্য না চৈতন্যপ্রকাশ ?

প্রশ্নকর্তা : চৈতন্য সর্বব্যাপী হয়, ও কিভাবে বলা হয়েছে ?

দাদাশ্রী : ও সর্বব্যাপী-ই হয়। সর্বব্যাপী কিভাবে হয়, ও আপনাকে বলবো, সিমিলী (উদাহরণ) বলবো ? এই রুমে আলো করি তো আলো কতদূর

ব্যাপ্ত হবে ? এই রুম যতটা, ততটাই ব্যাপ্ত হয়। এই আলোকে এক কলসীর ভিতরে রেখে দেয় তো কলসীতে ততটাই আলো ব্যাপ্ত থাকে। কলসী ভেঙ্গে দাও, তো সম্পূর্ণ রুমে আলো ভরে যাবে। এমন আত্মা, অন্তিম জন্মে যখন দেহ ছেড়ে যায়, তো সম্পূর্ণ ব্রহ্মান্ডে প্রকাশ হয়ে যায়। আত্মা শুধু প্রকাশ রূপ হয়।

এই সব আপনি যা দেখেন, ও সব টেম্পোরেরী। চেতন কোন জায়গায় আপনি দেখেছেন ?

প্রশ্নকর্তা : কোথাও দেখা যায় না।

দাদাশ্রী : তো কি দেখেন ? জড় দেখেন ?

প্রশ্নকর্তা : স্থূল রূপে সমস্ত দৃশ্য দেখা যায়।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, স্থূল যা দেখা যায় ও জড়, কিন্তু যা দেখা যায় না এমন সূক্ষ্ম ও জড় হয়। এই সব চাবি দেওয়া জড়, চেতন এমন নয়।

প্রশ্নকর্তা : চৈতন্য আছে, সে অণু হয় আর বিরাট ও হয় আর সে সব জায়গায় ব্যাপ্ত আছে।

দাদাশ্রী : এমন হয় না। চৈতন্যের স্বভাব ব্যাপ্ত হয় কিন্তু স্বাভাবিক চৈতন্য এখানে জগতে থাকেই না। যে চৈতন্য জগতে আছে ও বিশেষভাবী, স্বভাবভাবী নয়। যে স্বভাবভাবী চৈতন্য হয় তো তার আলো সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হয়ে যায় !!!

প্রশ্নকর্তা : চৈতন্য সব জায়গায় ব্যাপ্ত আছে না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ব্যাপ্ত কখনো হয় ? কোন সময়ে হাজার-লাখে এক হয়, নয় তো ব্যাপ্ত হয় না। কেউ এখান থেকে ভগবান স্বরূপ হয়ে যায় আর সে মোক্ষে যায়, সেই সময় তাঁর আলো সব জায়গায় ব্যাপ্ত হয়ে যায়। এ প্রত্যেকের হয় না। সবার জন্য তো আত্মা আবরণময়-ই হয়। আমি 'জ্ঞানী পুরুষ', তবুও সর্ব ব্যাপ্ত নই। আমি প্রত্যেক বস্তু দেখতে পারি। আমার বই-এর প্রয়োজন নেই, আমি 'দেখে' বলি।

প্রশ্নকর্তা : আত্মদৃষ্টি হয়ে যায় তো এই সব বাইরের আবরণ থাকে না ?

দাদাশ্রী : এই সবাইকে (আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত মহাত্মাদের কে) আত্মার স্বরূপ বলেছি। এদের আমি দিব্যচক্ষু দিয়েছি। এরা সবাই আপনার আত্মা দেখতে পারেন। বৃক্ষের আত্মা ও দেখতে পারেন। এটা জগতের একাদশ আশ্চর্য্য !!! এমন কখনো হয় নি। এ একেবারে নতুন কথা। এমনি কথাটা তো আগের, যা ত্রিকাল সত্য। ও ত্রিকাল সত্য একটাই কথা থাকে।

এই জগত যেমন দেখা যায় যে, এমন নয়। যেমন সব লোকেরা জানে, এমন ও নয়।

জড়, চেতন : স্বভাব থেকেই ভিন্ন !

এই জগতে ছয় তত্ব আছে। ও ছয় তত্ব অবিনাশী। এতে এক শুদ্ধ চেতন আছে, ও আত্মবিভাগ। অন্য পাঁচ তত্ব আছে, যা অনাত্ম বিভাগের। সেই সবে চেতন নেই, ওসব আত্মবিভাগ নয়।

প্রশ্নকর্তা : আমি এমন পড়েছি যে জড়ে ও ভগবান আছেন, সেইজন্য জড়-চেতনে কোন পার্থক্য নেই, সবেতেই ভগবান আছেন।

দাদাশ্রী : জড় আর চেতন-এর মধ্যে ডিফারেন্স (পার্থক্য) আছে। যে চেতন হয় তো, তাতে জানার শক্তি, দেখার শক্তি আর পরমানন্দ শক্তি থাকে আর যাতে জানা-দেখার শক্তি নেই, পরমানন্দ শক্তি নেই, সে সব জড়। জড়ে চেতন যেমন শক্তি নেই।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে জড় থেকে চেতন জন্ম হতে পারে না ?

দাদাশ্রী : না, না। জড় থেকে চেতন কখনো হয় এমন হতেই পারে না আর চেতন থেকে জড় ও হবার নয়। চেতনে কোন সংযোগ পদার্থ-ই নেই। চেতন কোন কম্পাউন্ড (যৌগিক) স্বরূপ হয় না। ও স্বতন্ত্র। জড় ও স্বতন্ত্র আর চেতন ও স্বতন্ত্র হয়। আর দুটোই সংযোগ স্বরূপ, কম্পাউন্ড স্বরূপ নয়।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু জড়-চেতন এক হয় কি ?

দাদাশ্রী : না, না। দুটোই আলাদা। জড়-চেতন এক হয়, সেই কথা ভুল। এই সব রিলেটিভ করেক্ট, কিন্তু রীয়েল করেক্ট নয়। Real is real and relative is relative ! (বাস্তবিক বাস্তবিক হয় আর আপেক্ষিক আপেক্ষিক !)

প্রশ্নকর্তা : What is relative correct ? (আপেক্ষিক সত্য কি ?)

দাদাশ্রী : যাকে অবলম্বন নিতে হয়, ও সব রিলেটিভ করেক্ট। যে নিরালম্ব, স্বতন্ত্র, ইন্ডেপেন্ডেন্ট, ও রীয়েল করেক্ট। যার কোন জিনিসের আবশ্যকতা নেই, সে ই রীয়েল আর যে সম্বন্ধিত হয়, ও সব রিলেটিভ।

প্রশ্নকর্তা : একটা বীজ আছে, তাকে জমিতে রোপণ করি, ও চেতন অঙ্কুরিত হয় আর সে সব জড়ের আধারে অঙ্কূরিত হয় ? পৃথিবী, জল সব সংযোগ থেকে ?

দাদাশ্রী : না, চেতন অঙ্কূরিত হয় না, জড় অঙ্কূরিত হয়। যে অঙ্কূরিত হয়, সে ও জড়, কিন্তু ভিতরে চেতন আছে। সেই চেতনের প্রভাবে, চেতনের উপস্থিতিতে জড় অঙ্কূরিত হয়। চেতনের উপস্থিতি চলে যায় তো ফের ও অঙ্কুরিত হয় না। এই ধান আসে না ? যে শালি বলে, সেই শালি ও চার-পাঁচ বছর হয় তো সে পর্যন্ত জল ঢালবে তো অঙ্কূরিত হবে, ফের আট-দশ বছর হয়ে যায় তো অঙ্কূরিত হবে না।

আত্মশক্তি আর প্রাকৃত শক্তি !

প্রশ্নকর্তা : আত্মা আর আত্মার শক্তি, ব্রহ্ম আর ব্রহ্মের শক্তিতে কি পার্থক্য ?

দাদাশ্রী : ও দুটো একই হয়, আত্মা আর ব্রহ্ম একই হয়। কোন বিশেষ পার্থক্য নেই।

প্রশ্নকর্তা : আর দেবী-দেবতাদের আমরা মানি, তো ওতে শক্তি আছে ও আলাদা ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, মাঁ-র (দেবী) শক্তি আলাদা। আত্মা আলাদা, মাঁ আলাদা। মাঁ-র শক্তি, ও প্রাকৃত শক্তি আর সে প্রকৃতিকে নর্মাল রাখার জন্য হয়। চোখে দেখা যায় সেই যে শক্তি হয়, ও আত্মশক্তি নয়। ও অনাত্ম বিভাগ, তাঁর শক্তি। অনাত্ম বিভাগ আছে, সে ও শক্তিওয়ালা। আত্মাতে ও শক্তি আছে, ও অনন্ত শক্তি।

প্রশ্নকর্তা : আত্মাকে এই শক্তি রহিত করে দিই তো আত্মা জড় হয়ে যাবে কি চেতন-ই থাকবে ?

দাদাশ্রী : না, আত্মা তো স্বয়ং চেতন ই থাকেন। সে কখনো বাইরে থেকে শক্তি নেন না আর তাঁর শক্তি অন্যকে দেন না। সে চেতন-ই থাকেন, শুদ্ধ-ই থাকেন। সে শুদ্ধ আর সে ই পরমাত্মা। পরমাত্মার শক্তিতে কোন চেঞ্জ হয় না। কিন্তু এই সব লোকদের ভ্রান্তি আছে, সেইজন্য 'এ আমি, এ আমি করেছি' এমন বলে আর সব ভ্রান্তিতে চলছে। মনুষ্য যা কিছু করে সে সব জড়ের শক্তি, এতে চেতনের কোন শক্তি নেই। এ তো ইগোইজ্‌ম (অহংকার) করে, 'এ আমি করেছি', সেটাই ভ্রান্তি। সমস্ত জগত জড়কেই চেতন মানে, কিন্তু চেতন তো চেতন-ই হয়। সেই চেতন কে শুধু 'জ্ঞানী পুরুষ'-ই জানেন।

প্রশ্নকর্তা : যে আত্মতত্ব আছে, সে সবাইকে প্রকাশিত করে তো ? জড় কে ও আর চেতন কে ও ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সে সবাইকে প্রকাশিত করে, কিন্তু জড় কখনো চেতন হয় না।

কি চেতন সর্বত্র আছে ?

ভগবানকে কখনো আপনি দেখেছেন ? ভগবান কোথায় আছেন ?

প্রশ্নকর্তা : ভগবান তো সব জায়গাতে আছেন, omnipresent, সর্বত্র আছেন।

দাদাশ্রী : সব জায়গাতেই ভগবান আছেন তো এখানে আসার কোন প্রয়োজনই নেই। মন্দিরে যাওয়ার ও আবশ্যকতা নেই। মন্দিরে কখনো যাও ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, যাই।

দাদাশ্রী : ভগবান ঘরে ও আছেন, ফের মন্দিরে কেন যাও ?

প্রশ্নকর্তা : ওখানে ভাবনাতে যাই।

দাদাশ্রী : ব্যাপারটা তো বোঝা চাই কি না ? সব জায়গায় ভগবান আছেন, তো অন্য কেউ হয়ই না ?! ও চাল আপনি দেখেছেন ? ও খাবার জন্য হয়, এর মধ্যে কখনো-কখনো ছোট্ট পাথর বের হয়। সেসব ফের বাছাই করতে হয় না ?! এই চালের বস্তা আছে, তাতে শুধু চাল-ই হয়, তো ফের তাকে বাছাই করতে হয় না, এমন কথা। বলার জন্য, 'এই সব চাল' এমন বলা হয়, কিন্তু এতে চাল ও আছে আর পাথর ও আছে। সে ভাবে 'সব জায়গাতে আত্মা আছে' সেই কথা এমন যে আত্মা ও আছেন আর অনাত্মা ও আছে। নয় তো সব জায়গাতে আত্মা আছেন তো ফের অন্য জায়গায় যাওয়ার আবশ্যকতা নেই। পরমাত্মা সব জায়গাতে আছেন তো ফের সমস্যা আমাদের কেন থাকে ?! যে এমন বলেছে যে সব জায়গায় পরমাত্মা আছেন, ও ভুল থিওরী (সিদ্ধান্ত)। যদি সব জায়গায় পরমাত্মা আছেন, তো কারো ডিপ্রেশন কখনো হবেই না, পরমানন্দ-ই থাকা উচিৎ। কিন্তু এমন হয় না। কৃষ্ণ ভগবান বলেছেন যে জগতে আত্মা আর অনাত্মা, দুটো জিনিস আছে। জড় আর চেতন। চেতন ভগবান আর জড় অন্য জিনিস। তো সব জায়গায় আত্মা নেই। আত্মা ও আছেন আর জড় ও আছে।

God is in every creature whether visible or invisible, but not in creation. (ভগবান প্রত্যেক জীবে বিদ্যমান দৃশ্যমান অথবা অদৃশ্য, পরন্তু সৃজনে নেই।) আপনি আর আমার মাঝে invisible creature (অদৃশ্য জীব) অনেক আছে, সেই সবের মধ্যে ভগবান আছেন।

প্রশ্নকর্তা : ইনভিজিবল ক্রিয়েচার (অদৃশ্য জীব)-এর ভিতরে ভগবান আছেন, এর প্রমাণ কিভাবে দেওয়া যায় ?

দাদাশ্রী : ইনভিজিবল ক্রিয়েচার, ও সব এক্টিভ (সক্রিয়) আর ওদের দুঃখ অপ্রিয় আর সুখ প্রিয়। এই যে টেপরেকর্ডার আছে, ও এক্টিভ নয়।

প্রশ্নকর্তা : ইনভিজিবল ক্রিয়েচার-এর ও সুখ-দুঃখ থাকে ?

দাদাশ্রী : সুখ-দুঃখ তো সবার হয়, বৃক্ষের ও সুখ-দুঃখ হয়। জীব মাত্রের সুখ-দুঃখের ইফেক্ট হয়। বৃক্ষের ও খুব জোরে বাতাস আসে, তুফান বলে না, তাতেও দুঃখ হয়। অশোক বৃক্ষকে কোন 'লেডি' (মহিলা) হাত লাগায় তো তার আনন্দ হয়ে যায়। এই চোখে দেখা যায়, সেসব জন্তু, তাকেও আমাদের হাত লাগে তো ত্রাস (আতঙ্ক) লাগে, তো সে পালিয়ে যায়।

সক্রিয়তা তে শুদ্ধ চেতন কোথায় ?

এখন চলতে-ফিরতে দেখা যাচ্ছে সে ই আত্মা হয় না ?

প্রশ্নকর্তা : ও তো শরীর দেখা যায়। শরীরের ভিতরে চেতন আছে। শরীর চেতন নয়।

দাদাশ্রী : কিন্তু এই শরীর সব ক্রিয়া করে, ওসব কে করায় ?

প্রশ্নকর্তা : ভিতরে চেতন আছে, সে করায়।

দাদাশ্রী : সেই আত্মা এভাবে হাত উঁচু করে ?

না, ও তো মেকানিকেল (যান্ত্রিক) চেতন। আত্মা এমন করান না, সে শুধু প্রকাশ দেন। তাঁর উপস্থিতিতেই সব কিছু হয়ে যাচ্ছে। তাঁর উপস্থিতি চলে যায় তো এই মেকানিকেল সব বন্ধ হয়ে যাবে। খায়, পান করে, শৌচ করে, ও সব মেকানিকেল আত্মা। কিন্তু 'আমরা খাবার খাই, আমরা পান করি, আমরা শৌচ করতে যাই, এমন প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠা করে তো 'প্রতিষ্ঠিত আত্মা' উৎপন্ন হয়ে গেছে। সে আসল আত্মা নয়, সে 'মেকানিকেল আত্মা।

আপনি যে জীবিত মানুষকে দেখেন, যে ভাগকে জীবিত বলা হয়, সে জীবিত নয়। কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা সে জীবিত মনে হয় আর জ্ঞান দ্বারা সে জীবিত

নয়। জ্ঞানে সে মাত্র মেকানিকেল চেতন।

'নিশ্চেতন চেতনের খেলা, সাপেক্ষিক সংসার' – কবিরাজ নবনীত

এই সংসার কেমন ? এই চোখে দেখা যায়, সে সব মেকানিকেল চেতন। এই জজ দেখা যায়, অপরাধী দেখা যায়, উকিল ও দেখা যায়, ডাক্তার ও দেখা যায়, সব লোকেরা যে ক্রিয়া করে, সে সব মেকানিকেল। তাতে ভগবান নেই, এই সব নিশ্চেতন চেতন। অর্থাৎ হেন্ডেল মারলে চলে। ও আসল চেতন নয়। আসল চেতন অচল আর এ চঞ্চল হয়। আসল চেতন স্থির হয়, হিমালয়ের মত স্থির। যতই বায়ু চলে তবুও হিমালয় নড়ে না, এমনই আসল চেতন স্থির। সারা দিনে শরীর যতই ক্রিয়া করে, যতই নড়ে, কিন্তু সেই শুদ্ধ চেতন অচল, স্থির থাকে।

'বিনাশী জিনিস পূরণ-গলন, অবিনাশী ভগবান' – কবিরাজ নবনীত

কবিরাজ কি বলেন যে বিনাশী জিনিস সব পূরণ আর গলন হয়, আসা-যাওয়ার জিনিস। এখান থেকে খাবার খায় ফের শৌচে গলন হয়। জল পূরণ করে, ফের বাথরুমে (প্রস্রাব) গলন হয়। শ্বাসের পূরণ করে, ফের নিঃশ্বাসে গলন হয়। ও সব পূরণ-গলন, ও সব বিনাশী আর ভগবান স্বয়ং এতে অবিনাশী।

আত্মার রীয়েল স্বরূপ !

প্রশ্নকর্তা : 'অজ্ঞানী আত্মা' কাকে বলে আর 'জ্ঞানী আত্মা' কাকে বলে ?

দাদাশ্রী : যেখানে 'আমি নেই', সেখানে 'আমি আছি' বলে সে 'অজ্ঞানী '। 'আমি রবীন্দ্র" বলে সে 'অজ্ঞানী' । 'আমি এই স্ত্রীর পতি, এই ছেলের ফাদার, এর ভাই' সে সব 'অজ্ঞান' । শেল্ফের রীয়েলাইজ (স্ব-এর অনুভব) করে নেয় আর জ্ঞান হয়ে যায় যে, 'আমি শুদ্ধাত্মা', তো সে জ্ঞানী। 'শুদ্ধাত্মা' ও ফার্স্ট স্টেজের জ্ঞান, এতে তার মোক্ষে যাওয়ার ভিসা প্রাপ্ত হল। কিন্তু সেখান পর্যন্ত যায় তো অনেক হবে। 'ভিসা' (প্রবাসাজ্ঞা) প্রাপ্ত হওয়ার পর প্লেন পেয়ে যাবে, সব প্রাপ্ত হবে, মোক্ষ নিশ্চিত হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর ভিতরে সূক্ষ্ম ভাবেন্দ্রিয় হয়, তো ভাবেন্দ্রিয় কি হয় ?

দাদাশ্রী : ভাবেন্দ্রিয় সেটা ভাব । ভাবেন্দ্রিয়ের উপর চলে, সে ই 'অজ্ঞানী আত্মা' । 'আমি দেখি, আমি শুনি, আমি করেছি', ও 'অজ্ঞানী আত্মা' আর আমি আপনাকে জ্ঞান দিই, পরে আপনি বলতে পারেন যে, 'রবীন্দ্র দেখে, রবীন্দ্র শোনে, রবীন্দ্র এ করেছে ।' ফের আপনি এই সবকে আলাদা ও দেখতে পারবেন ।

প্রশ্নকর্তা : আমি তো এটা বুঝি যে যার আত্মা শুদ্ধ, সে সব থেকে বড় শক্তিমান আর যার আত্মা তুচ্ছ তো...

দাদাশ্রী : আত্মা তুচ্ছ হয়ই না ।

প্রশ্নকর্তা : বিচার তুচ্ছ হয়ে যায়, তো আত্মা তুচ্ছ হয়ে যায় ?

দাদাশ্রী : না, আত্মা তুচ্ছ কখনো হয় না, কখনো হয় ও নি । এই বৃক্ষের কোথায় বিচার আসে ?

প্রশ্নকর্তা : ও তো জড় ।

দাদাশ্রী : না, ও জড় নয় । বৃক্ষের জ্ঞান আছে, জ্ঞানের বিনা কেউ বেঁচে থাকেই না । যখন কেটে ফেলে তখন তার লাবণ্যতা সমাপ্ত হয়ে যায় । তো তার ও জ্ঞান আছে । তার একেন্দ্রিয় জ্ঞান আছে । আপনার পঞ্চেন্দ্রিয়র জ্ঞান আছে । পিঁপড়ের তিন ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হয় । মাছির চার ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হয় ।

দাদাশ্রী : বৃক্ষের কোন ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হয় ?

দাদাশ্রী : ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের জ্ঞান । ওকে হাত লাগালে জানতে পেরে যায়, তাকে কেটে ফেললে জানতে পারে আর দুঃখ ও হয় । যেখানে কিছু না কিছু জ্ঞান আছে, সেখানে ভগবান আছেন । অন্য জায়গায় ভগবান নেই । এই ঘড়ীর কোন জ্ঞান নেই, তো এতে ভগবান নেই । ভগবান স্বয়ং জ্ঞান

স্বরূপ-ই হয়। ও যে অন্য চলা-ফেরা করা আছে, ওসব অনাত্মা, কমপ্লীট অনাত্মা। কিন্তু এদের ভিতরে ভগবান আছেন, সেইজন্য ওরা চঞ্চল দেখায়।

আত্মার স্থান কোথায় ?

প্রশ্নকর্তা : মানুষের শরীরে আত্মার নিবাস কোথায় ?

দাদাশ্রী : এমন নিবাস নেই, এক জায়গায়।

প্রশ্নকর্তা : এমন শুনেছি যে আত্মা হার্টের জায়গায় আছেন।

দাদাশ্রী : সেই কথা করেক্ট নয়, রীয়েল করেক্ট নয়।

প্রশ্নকর্তা : তো রীয়েল ফেক্ট কি ?

দাদাশ্রী : রীয়েলে আত্মা তো এই শরীরে যেখানে পিন লাগাই আর ইফেক্ট হয়, দুঃখ (ব্যথা) হয়, সেখানে সব জায়গায় আত্মা আছেন। হেয়ার (চুল) কাটিং করে আর নেইল (নখ) কাটিং করে, তাতে আত্মা নেই। চুল কাট তো ব্যথা হয় না, তো চুলে আত্মা নেই আর এই নখ কাট তো ও ব্যথা হয় না তো নখে ও আত্মা নেই। যেখানে ব্যথা হয়, সেখানে আত্মা আছেন।

প্রশ্নকর্তা : এখানে হাতে পিন ফোটাই তো তার ইফেক্ট মনের হয় আর মন তো আত্মা নয় ?

দাদাশ্রী : না, মন তো ফিজিকেল, কমপ্লীট ফিজিকেল। কিন্তু ও চোখে দেখতে পারবে এমন ফিজিকেল নয়।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ফিজিকেল তো এই শরীর আছে না ?

দাদাশ্রী : Mind is physical, body is physical and speech is physical ! (মন ফিজিকেল, শরীর ফিজিকেল আর বাণী ফিজিকেল !)

প্রশ্নকর্তা : তো আত্মা কোথায় আছে ?

দাদাশ্রী : সে এই শরীরেই আছে।

প্রশ্নকর্তা : কোন এমন বিশেষ স্থানে হওয়া চাই তো ?

দাদাশ্রী : না, ও কোন এক জায়গায় নেই। যেখানে পিন লাগালে প্রভাব হয়, সেখানে আত্মা আছেন। কখনো শরীরের পার্ট নষ্ট হয়ে যায়, রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, পক্ষাঘাত হয়ে যায়, সেই ভাগে আত্মা থাকে না। অজ্ঞানীর ও সে আলাদা, কিন্তু তার বিলীফ রং। তার যে বিলীফ রং আছে আর রং জ্ঞান আছে, তাকে ভাঙ্গার কেউ মেলে নি। সেইজন্য এমনি বিলীফে আরো উল্টো চলে গেছে। কখনো 'জ্ঞানী পুরুষ' এই ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেন, ফ্রেকচার করে দেন তো ফের সে মুক্ত হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : ভিতরে যে ভগবান আছে, আমরা তারই কিছু অংশ ?

দাদাশ্রী : দ্যাখ তো, ভগবান এমন জিনিস যে তাঁর কোন ভাগ হতে পারে না। সে সর্বাংশ হন। এতে অংশ হয় না। আপনি বলেন যে আমি ওনার অংশ, সেটা ভুল কথা। ও সত্যি কথা নয়। আপনি নিজেই সর্বাংশ, কিন্তু ভ্রান্তিতে আপনি জানেন না। ভগবান কখনো অংশ রূপ হন-ই না, সর্বাংশই হন। ও অংশ বলা হয়, তার কি অর্থ যে তাঁর যে আবরণ আছে, তার থেকে অংশ আলোই মেলে। ওতে ছিদ্র করে, পাঁচ ছোট ছিদ্র, তো তার থেকে একটু আলো মেলে। তাতে যত ছিদ্র করে, ততই আলো মেলে। সেই আলো ভগবানের। ভগবান সর্বাংশ কিন্তু এই আবরণ আছে, সেই জন্য এর থেকে সম্পূর্ণ আলো মেলে না।

প্রশ্নকর্তা : সব মানুষ 'শুদ্ধাত্মা' তো ফের পাপ কেন করে ?

দাদাশ্রী : 'আমি শুদ্ধাত্মা', এটা ওর বিলীফে নেই। ওর বিলীফে তো 'আমি রবীন্দ্র' এই হয়। সেই ভুল বিলীফ চলে যাবে, ফের পাপ করবে না।

চেতন তত্ত্ব কে দেখবে কিভাবে ?

প্রশ্নকর্তা : এই আত্মা কি ?

দাদাশ্রী : এই আকাশ আছে না, ও আপনি দেখতে পান ? কিন্তু মনে হয় না যে আকাশ যেমন কোন জিনিস আছে ! এমনি আত্মা অরূপী। আমি আত্মা কে সব কিছুতে দেখতে পারি।

(যাহারা) জ্ঞান নিয়েছেন, সে সব লোকেরা আত্মাকে দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখতে পারেন আর আমি আত্মার অনুভবে থাকি। আত্মার উপস্থিতিতেই সব কিছু চলছে। সে কিছু করে না, শুধু অব্জারভার (নিরীক্ষক)-এর মত থাকেন, মানুষ বানানো এমন কাজ সে করে না।

প্রশ্নকর্তা : তো ফের ও কি যে যখন তাঁকে দেখা যায় না, আমরা তাঁকে স্পর্শ করতে পারি না ?

দাদাশ্রী : তাঁকে বুঝতে পারা যায়, অনুভবে আসে।

প্রশ্নকর্তা : সে কিভাবে অনুভবে আসে ?

দাদাশ্রী : যেমন চিনি হয় না, তাকে সবাই বলে যে মিষ্টি হয়। কিন্তু যখন পর্যন্ত জীভের উপরে না রাখবে, সে পর্যন্ত আপনি বলবেন যে মিষ্টি মানে কি ? ও তো জীভের উপরে রাখবে, তখন জানতে পারবে। এমন আত্মার অনুভব হয়ে যায় তখন জানতে পারা যায়। আত্মার অনুভব কেমন হয় ? এখন আপনার একটু আনন্দ হয়েছে কি হয় নি ?

প্রশ্নকর্তা : অনেক হয়েছে।

দাদাশ্রী : এ আত্মার আনন্দ। এমন আনন্দ রোজ মিলে যায়, যাহাতে বাইরের কোন ভৌতিক জিনিস নেই। এমনি আনন্দ হয়ে যায়, তো আপনি বুঝে নেবেন যে আত্মার প্রথম গুণ দেখেছেন। ফের দ্বিতীয় গুণ ধরবেন, ফের তৃতীয় গুণ ধরবেন। এভাবে সব গুণ পেয়ে যাবেন। কিন্তু প্রথম আনন্দ থেকে ধরতে হবে। আপনার কিছু আনন্দ হয়েছে ?

প্রশ্নকর্তা : হয়। যখন প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই, তখন আনন্দ হয়।

দাদাশ্রী : আনন্দ ও দুই প্রকারের হয়। এক, ভৌতিক আনন্দ, ও মানসিক আনন্দ আর দ্বিতীয়, আত্মার আনন্দ। মানসিক আনন্দ, ও মন খুশী হয়ে যায় তো হয় আর আত্মার আনন্দ, আত্মার জ্ঞান পেলে হয়। এমন জ্ঞান ও দুই প্রকারের হয়। মন খুশী হয়ে যায়, এমন ও জ্ঞান হয়। ওতে মন ইমোশনেল থাকে, আকুল-ব্যাকুল থাকে আর দ্বিতীয়, এমন ও জ্ঞান হয়, যে স্বয়ং কে প্রকাশ মেলে। তাতে নিরাকুলতা হয়।

বিশেষ পরিণামের সিদ্ধান্ত !

প্রশ্নকর্তা : সিদ্ধগতির প্রাপ্তি 'শুদ্ধাত্মা' হওয়ার পরেই হয় তো ?

দাদাশ্রী : 'শুদ্ধাত্মা' হয়েছে অর্থাৎ পূর্ণত্ব হয়ে যাবে আর পূর্ণত্ব হয়ে গেছে তো সিদ্ধগতি হয়। শুদ্ধাত্মা না হয়ে কিছু হয় না।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ যে সব বাধক আছে, ও সব চলে যায় তো মানুষ শুদ্ধাত্মা হয় ?

দাদাশ্রী : ও ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ অজ্ঞানতা থেকেই আছে। ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ-ই সবাইকে দুঃখ দেয়, নয় তো আত্মার দুঃখ কিসের? অজ্ঞানতা থেকেই দুঃখ হয়। 'আমি কে', তার অজ্ঞানতা।

অজ্ঞানতা কেন ঢুকে গেছে ? কি আত্মা অজ্ঞানী ? না, আত্মা অজ্ঞানী নয় ! আত্মা স্বয়ং-ই জ্ঞান। তো জ্ঞান আছে, সে অজ্ঞান হয়ে যায় ? না, জ্ঞান আছে, সে অজ্ঞান হয় না। এ তো বিশেষ পরিণাম !!

ছয় মূল অবিনাশী তত্ত্বে জড় আর চেতন যখন সামীপ্যে (সম্পর্কে, নিকটে) আসে, তখন বিশেষ পরিণাম উৎপন্ন হয়। বাকী চার তত্ত্বের একে অন্যের সংযোগে কোন প্রভাব হয় না। চেতন আর জড়ের সংযোগ হয় তো বিশেষ পরিণাম উৎপন্ন হয়। এতে জড়ের আর চেতনের, নিজের গুণধর্ম তো থাকেই, কিন্তু বিশেষ গুণ এক্সট্রা (অতিরিক্ত) উৎপন্ন হয়ে যায়। প্রকৃতি উৎপন্ন হয়ে যায়। এতে কাউকে কিছু করার আবশ্যকতা নেই। বিশেষ পরিণাম উৎপন্ন হওয়াতে জগতে এই অবস্থা সব উৎপন্ন হয়। অবস্থা সব বিনাশী আর নিরন্তর পরিবর্তনশীল। এতে আত্মাকে কিছু করতে হয় না। তার বিশেষ ভাব হতেই পুদ্গল পরমাণু আকর্ষিত হয়ে চলে আসে। ফের ও অটোমেটিক মূর্ত হয়ে যায় আর নিজের কার্য্য করতে থাকে।

প্রশ্নকর্তা : এই বিশেষ পরিণামের কথা কোন উদাহরণ দিয়ে বোঝান।

দাদাশ্রী : সংযোগ থেকেই বিশেষ পরিণাম উৎপন্ন হয়, যেমন সংগমরমর (মার্বেল) পাথর সকালে ঠান্ডা থাকে আর দুপুরে কি হয়ে যায় ?

প্রশ্নকর্তা : সূর্যের তাপে গরম হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ। তো গরম হওয়া, ও পাথরের স্বভাব নয় আর সূর্যের ও এমন স্বভাব নেই। দুইয়ের সংযোগে বিশেষ পরিণাম হয়। সূর্যের সংযোগ হওয়াতে পাথরে তাপ উৎপন্ন হয়। তাকে ব্যাতিরেক গুণ বলা হয়। এ নিজের গুণ নয়, দুটোই এক সাথে হওয়াতে তৃতীয় গুণ উৎপন্ন হয়। এমন এই ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ, ও আমাদের নিজের গুণ নয় অর্থাৎ চেতনের গুণ নয় আর জড়ের ও গুণ নয়। আপনি কি মনে করেন ? এই ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ চেতনের গুণ না জড়ের ? কার গুণ ?

প্রশ্নকর্তা : জড়ের গুণ।

দাদাশ্রী : তো ফের এই টেপরেকর্ডার ক্রোধ কেন করে না ? এই টেবিল কে জ্বালিয়ে দাও, ভেঙ্গে ফেল, তবুও ক্রোধ কেন করে না ?

প্রশ্নকর্তা : তো ও চেতনের গুণ হল ?

দাদাশ্রী : ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ, ও সব চেতনের গুণ হয় তো কেউ মোক্ষে যাবেই না। ও চেতনের ও গুণ নয় আর জড়ের ও গুণ নয়। চেতন আর জড়ের মিশ্রিত স্থিতি, মিশ্রস্থিতি। চেতন তো শুদ্ধই আছে, এই জড় ও শুদ্ধ। দুটোর মিশ্রণ হয়, তো মিশ্রচেতন বলা হয়। ও আসলে চেতন নয়। তো ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ ও ব্যাতিরেক গুণ অর্থাৎ আত্মার উপস্থিতিতে উৎপন্ন হওয়া গুণ আর মিশ্রচেতনের গুণ। ও জড়ের গুণ নয় আর শুদ্ধ চেতনের ও গুণ নয়।

সব লোকেরা কি বলে যে ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ-এর ক্ষয় কর। কিন্তু কি ক্ষয় করতে পারেন আপনি ? আপনি জানেন ই না কোথা থেকে এসেছে ? কোথায় যায় ? তার উদ্ভবস্থান (উৎপত্তি স্থল) কি ? কিভাবে বিলয় হতে পারে ? এই ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ, ও গুরু-লঘু স্বভাবের আর আত্মা অগুরু-লঘু স্বভাবের।

ইগোইজম গুরু-লঘু স্বভাবের, রাগ-দ্বেষ গুরু-লঘু স্বভাবের, ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ গুরু-লঘু স্বভাবের আর আত্মা অগুরু-লঘু স্বভাবী হয়। আসলে চেতনে ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ কিছুই নেই, ও পরমানন্দ স্থিতি। সে

ই আত্মা, সে ই পরমাত্মা। কিন্তু এ রং বিলীফে 'আমি এই, আমি রবীন্দ্র' এমন মানে, সেটাই মিশ্রচেতন আর মিশ্রচেতনকেই জগতের লোকেরা চেতন মানে।

জড় আর চেতনের সংযোগ হতেই বিশেষ পরিণাম উৎপন্ন হয়। এখন আপনার জ্ঞান মিলে গেছে যে 'আমি শুদ্ধাত্মা', তো আপনার খেয়াল এসে যাবে যে সংযোগ ই দুঃখদায়ী। তো আপনি সংযোগ থেকে দূরে সরে যাবেন তো সংযোগ ও চলে যাবে। সংযোগ চলে যায় ফের অজ্ঞান হয়ই না। সংযোগ থেকে দূর হয়, ফের বিশেষ পরিণাম ও হয় না। যেমন আপনি সমুদ্র তীর থেকে আধা কিলোমিটার দূরে নতুন লোহার দুটো টুকরো রেখে দিলে। ফের বারো মাস পরে দেখবে তো লোহার কিছু হয়ে যাবে ? কি হবে ?

প্রশ্নকর্তা : জং লেগে যাবে।

দাদাশ্রী : ও কে করেছে ? লোহা নিজেই করেছে ?

প্রশ্নকার্তা : না।

দাদাশ্রী : তো কে করেছে ?

প্রশ্নকর্তা : দুইয়ের মিশ্রনে হয়েছে।

দাদাশ্রী : ও দুইয়ের সংযোগ হয়ে গেছে, তো সংযোগ থেকে জং উৎপন্ন হয়। এমন এই ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ, ও জড় আর চেতনের সংযোগে উৎপন্ন হয়। 'আমি স্বয়ং রবীন্দ্র' এমন মানে, এতে ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ উৎপন্ন হয়। যা আপনি স্বয়ং নন, সেখানে আপনি বলেন যে 'আমি রবীন্দ্র' আর যা আপনি হন, তার আপনার বোধ নেই। 'আমি রবীন্দ্র' এটা আরোপিত ভাব, এ সত্যি ভাব নয়। এই আরোপ করেন, তো 'রবীন্দ্র'র সব দায়িত্ব 'আপনা'কে নিয়ে নিতে হয় আর আরোপ করলেই কর্ম বাঁধে। ফের তার কর্মফল ভুগতে হয়। আমি আরোপিত ভাব করি না। 'আমি অম্বালাল' এমন ড্রামেটিক বলি। আর আপনি 'আমি রবীন্দ্র' এমন সত্যি বলেন। যার জ্ঞান মেলে, তার কর্ম লাগে না, কারণ আরোপিত ভাব চলে যায়। আরোপিত ভাবকেই ইগোইজম বলে। আপনি নিজে 'আমি আছি' বলেন তো কোন অসুবিধা নেই, কারণ নিজেই আছেন। যার অস্তিত্ব আছে,

সে বলতে পারে যে, ‘আমি আছি’ । কিন্তু যে নিজে নয়, সেখানে বলা আরোপিত ভাব।

অস্তিত্ব (-র ভান) তো ছাগলের ও থাকে। ছাগল বলে না, ‘মে মে’ আর সব লোক ও বলে, ‘আমি আছি’, আমি আছি’। তো অস্তিত্ব তো আছে, সেইজন্যই বলে যে ‘আমি রবীন্দ্র’। তো এ প্রমাণ হয়ে যায় যে অস্তিত্ব তো আছে আর যখন শরীর নিশ্চেতন হয়ে গেছে তো ফের ‘আমি আছি’ কিছু বলবে না, তো ফের অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্ব আছে তো বস্তুত্ব হতে হবে কিন্তু বস্তুত্বের খেয়াল আসে না যে ‘আমি কে’। সেইজন্য ‘আমি রবীন্দ্র’ বলে। ‘আমি এর বাবা’ বলে। ‘এ হই, ও হই’ বলে, সেইজন্য তো সত্যি কথা কি, সেই কথা বুঝতে পারে না। বস্তুত্বের ভান করানো, ও তো ‘জ্ঞানী পুরুষ’-এর কাজ। আপনি বস্তুত্বে কি, ও আপনি জানেন না। আপনি বস্তুত্বে কি, ও আমি জানি। আমি ওটাও দেখতে পারি যে আপনি কে।

প্রশ্নকর্তা : আমি দেখতে পারি না।

দাদাশ্রী : আপনার তো এ চর্মচক্ষু কি না ? আমি দিব্য চক্ষু দিই ফের আপনি ও দেখতে পারবেন।

অস্তিত্বের ভান সব জীবের আছে। ‘আমি আছি, আমি আছি’ এমন অস্তিত্বের ভান সবার আছে। ‘আমি আছি, আমি আছি’, এমন ছাগল ও মানে, কুকুর ও মানে, ঐ বৃক্ষের ও এমন থাকে। কিন্তু ‘আমি কে’? তা জানে না। অস্তিত্বের ভান সবার আছে, কিন্তু বস্তুত্বের ভান নেই। বস্তুত্বের ভান হয়ে যায়, ফের পূর্ণত্ব এমনিতেই হয়ে যায়, অন্য কেউ করানোর নেই। শুদ্ধাত্মা হয়ে গেছে, বস্তুত্বের ভান হয়ে যায় তো এমনিতে পূর্ণত্ব হয়ে যাবে।

বিশ্বের সনাতন তত্ব !

আত্মা এই দেহের সাথে ‘কম্পাউন্ড’ হয়ে যায় নি, মিক্সার হয়েছে শুধু। ‘কম্পাউন্ড’ হয়ে যায় তো আত্মার গুণধর্ম চলে যাবে আর দেহের গুণধর্ম ও চলে যাবে। কিন্তু এ মিক্সার, তো আত্মার গুণধর্ম পুরা আছে আর দেহের ও গুণধর্ম পুরা আছে। এই আংটীতে সোনা আছে আর তামা ও

আছে, কিন্তু কম্পাউন্ড হয় নি তো পৃথক করতে পারবে। তেমনি জ্ঞানী পুরুষ আত্মা আর জড় কে পৃথক করতে পারেন।

এই সংসার সমসরণ। সমসরণ অর্থাৎ জগতে যে তত্ব আছে, ছয় পারমানেন্ট তত্ব, ও নিরন্তর পরিবর্তন হতে থাকে। পরিবর্তন থেকে একে অন্যের সাথে একত্র হয় আর এতে, এই সংযোগ হলে অন্য ধরনের প্রকাশ হয়ে যায়। ব্যাস এভাবেই জগত হয়ে গেছে। ভগবানকে কিছু করার অবশ্যকতা নেই। তাঁর উপস্থিতিতেই সব চলে আসছে।

প্রশ্নকর্তা : যখন পর্যন্ত পৃথিবী ঘুরতে থাকবে, তখন পর্যন্ত জন্ম হতেই থাকবে আর যখন পৃথিবী থেমে যাবে তো সব শেষ হয়ে যাবে ?

দাদাশ্রী : পৃথিবী ঘোরা কখনো বন্ধ হবার নয়। ও এমনি ঘুরতে থাকবে। সব পরিবর্তনশীল। আপনি কাল এসেছিলেন, তখন যে 'দাদাজী' দেখেছিলেন, সে আজ নেই। আজ অন্য আছেন। সময় সময়ে সব পরিবর্তন হয়। সব জিনিস সময় সময়ে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু আমাদের এত eyesight (দৃষ্টি) নেই যে আমরা সব ও দেখতে পারি।

প্রশ্নকর্তা: কাল যা দেখেছি আর আজ যা দেখছি, ওতে ভগবান আলাদা-আলাদা আর রূপ একেই আছে ?

দাদাশ্রী : না, সব পরিবর্তন হয়। সংসার অর্থাৎ সব জিনিসে পরিবর্তন হয়েই যাচ্ছে, তার নামই সংসার আর আত্মাতে কোন পরিবর্তন হয় না। আত্মা পারমানেন্ট। টেম্পোরেরী সব পরিবর্তন-ই হয়ে যাচ্ছে।

এক 'স্পেস'-এ সব মানুষ থাকতে পারে না তো ? তো সবার 'স্পেস' আলাদা-আলাদা। সময় সবার জন্য এক-ই থাকে। এখন দশটা বেজেছে তো সবার জন্য দশটা বেজেছে। কিন্তু 'স্পেস' আলাদা আর এইজন্য ভাব ও আলাদা। আপনার ভাব আলাদা, এর ভাব আলাদা, ওর ভাব আলাদা। এমন সব ভিন্ন ভিন্ন হয়।

সমস্ত জিনিস সাইন্স। আত্মা ও সাইন্স। সাইন্সের বাইরে জগত নেই। বড়-বড় পুস্তক আছে, গ্রন্থ আছে, কিন্তু বুঝতে না পারার জন্য পাঁজল

(ধাঁধা) হয়ে গেছে। যখন পর্যন্ত 'স্বরূপ' বুঝতে পারে না, তখন পর্যন্ত The world is puzzle itself. (জগত স্বয়ং ধাঁধা) কেউ পাঁজল করে নি, স্বয়ং-ই পাঁজল হয়ে গেছে।

'অক্রম মার্গ' থেকে সব নতুন কথা আমি বলি। এক আত্মাতে এসে যাও, আর অনাত্মা বিভাগে তো অন্য পাঁচ বিভাগ আছে। এই সব বোঝা দরকার।

প্রশ্নকর্তা : পৃথিবী, তেজ (অগ্নি), বায়ু, আকাশ, জল এই পাঁচ তত্ব ব্যতিত জগতে আর কিছু থাকেই না ?

দাদাশ্রী : না, আর ভগবান ও আছে না !

প্রশ্নকর্তা : এই পাঁচ তত্ত্বের কম্বিনেশন সে ই ভগবান ?

দাদাশ্রী : নো, নো, নো, নো. সেই পাঁচ তত্ব তো অনাত্ম বিভাগ আর ভগবান আত্মা বিভাগ। ভগবান চৈতন্য আর এই পাঁচ তত্ব জড়। এই জগতে ছয় পারমানেন্ট তত্ব আছে, সে আপনি জানেন তো ?

প্রশ্নকর্তা : আকাশ, পৃথিবী, তেজ, বায়ু, জল, আত্মা ?

দাদাশ্রী : না, এই জল, ও ভাপ হয়ে যায়, বরফ হয়ে যায়। তো ও পারমানেন্ট নয়। পৃথিবী চেঞ্জ হয়ে যায়, ও পারমানেন্ট নয়। বায়ু তো ডি-কম্পোজ হয়ে যায়, একসাথে ও হয়ে যায়। ও চেঞ্জ হয়, তো ও পারমানেন্ট নয়। তেজ ও বিনাশ হয়ে যায় । পৃথিবী, তেজ, বায়ু, জল- এই চার মিলে একটাই অবিনাশী তত্ব আছে। যাকে রূপী তত্ব বলে। এই চার একটাই তত্ত্বের অবস্থা। এই জল, বায়ু, তেজ, পৃথিবীর- সে সব তো জীব। জলকায় জীব, তার শরীর কেমন ? জল ই তার শরীর। বায়ু, ও বায়ুকায় জীবের শরীর। তেজ-এ তেজকায় জীব, এই সব জীবের শরীর-ই জ্বলে। পৃথিবী ও পৃথিবীকায় জীব। এই চারের ভিতরে জীব আছে। ও চেতন তত্ব, ও পারমানেন্ট তত্ব আর অন্য এক তত্ব 'রূপী তত্ব' ও আছে, তাকে পুদ্গল তত্ব বলা হয়। এই দুইয়ের সাথে মিক্সার হয়ে গেছে। পুদ্গল, অর্থাৎ যে পুরণ হয়, গলন হয়। আবার পুরণ হয়, আবার গলন হয়। কিন্তু সে পরমাণু স্বরূপে পারমানেন্ট আর পুদ্গলের স্বরূপে সে বিনাশী। এই এটম হয়, তার

থেকেও পরমাণু অনেক ছোট হয়। এটমের বিনাশ হয়, কিন্তু পরমাণুর বিনাশ হয় না। ও একটাই পুদ্গল তত্ব।

প্রশ্নকর্তা : পরমাণু যে হয় ও অনাদি, তার কি কারণ ?

দাদাশ্রী : পরমাণু ও তো অবিনাশী আর পারমানেন্ট, সেইজন্য ও অনাদি ই হয়।

প্রশ্নকর্তা : পরমাণু অর্থাৎ প্রকৃতি ?

দাদাশ্রী : পরমাণু থেকে প্রকৃতিতে হেল্প হয়। প্রকৃতি ও সব পরমাণু-ই হয় কিন্তু প্রকৃতি এক জিনিস থেকে হয় না, প্রকৃতিতে অন্য জিনিস ও থাকে। এই প্রকৃতি, এতে পরমাণু ও আছে আর এতে আসা-যাওয়ার শক্তি ও আছে।

প্রশ্নকর্তা : এই পরমাণুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। যত আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, ততটাই পরমাণুর ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। আত্মা ও অবিনাশী। পরমাণু ও অবিনাশী।

আমাদের শাস্ত্রে কি বলে যে এই শরীর, প্রকৃতি ও পাঁচ তত্ত্বের মিলন। ও পাঁচ তত্ব – পৃথিবী, জল, বায়ু, তেজ (অগ্নি) আর আকাশ কে বলেছে। কিন্তু এতে আকাশ বাদে যে চার তত্ব আছে, ও সব একলা পরমাণুতে এসে যায়। কারণ এই পরমাণু থেকে পৃথিবী হয়ে গেছে, পরমাণু থেকে জল ও হয়ে গেছে, পরমাণু থেকে বায়ু ও হয়ে গেছে, পরমাণু থেকেই তেজ ও হয়ে গেছে কিন্তু আকাশ তো স্বতন্ত্র, একেবারে স্বতন্ত্র। যে ভাবে পরমাণু স্বতন্ত্র, সেই ভাবে আকাশ ও স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়, আসা-যাওয়ার যে ক্রিয়া হয়, এই যে পুদ্গল আছে, তাকে এদিক থেকে ওদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন এক তত্ত্বের দরকার হয়। চেতনে আসা-যাওয়ার কোন শক্তি নেই। মনুষ্যকে আসা-যাওয়ার জন্য এই তত্ত্বের দরকার হয়। সেটা গতি সহায়ক তত্ব। এ ও স্বতন্ত্র। কোন জিনিস চলে, তো ফের চলতেই থাকবে। তার গতি শুরু হয়ে গেলে, ফের বন্ধ হবে না। তো তাকে থামানোর জন্য, স্থির হওয়ার জন্য ও এক তত্ত্বের দরকার, ও স্থিতি সহায়ক তত্ব আর 'কাল' এ ও এক তত্ব। এমন

ছয় স্বতন্ত্র তত্ব আছে, তার থেকেই এই জগত বানানো আছে, আর কোন সপ্তম তত্ব নেই।

এই ছয় তত্ব নিরন্তর সমসরণ করে, পরিবর্তন হতে থাকে। এর থেকে এই পাঁজল হয়ে গেছে। নিজে থেকেই পাঁজল হয়ে গেছে। কেউ পাঁজল বানায় নি।

প্রশ্নকর্তা : তো পাঁজল ও সনাতন ?

দাদাশ্রী : না, পাঁজল সনাতন নয়। পাঁজল তো সল্‌ভ হয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : 'জ্ঞানী'র সল্‌ভ হয়ে যায়, কিন্তু অন্য সবার জন্য তো পারমানেন্ট-ই হয় ?

দাদাশ্রী : এমন হয়, ও অনুভব পারমানেন্ট, কিন্তু এমন নিয়মানুসার পারমানেন্ট হয় না। পারমানেন্ট, একে সত্ বলা হয়। সত্ হলে অবিনাশী হয়। এই পাঁজল হয় ও অবস্থা আর অবস্থা মাত্র বিনাশী হয়। ব্যাস, ছয় অবিনাশী তত্ব আছে আর তাদের যে অবস্থা হয়, সেই সব বিনাশী। এই শরীর অবস্থা, এই গাছ-পালা অবস্থা, মূল তত্ব নয়। মূল তত্ব অবিনাশী আর তার অবস্থা হয়, সে সব বিনাশী। আর এই সব লোকেরা অবস্থাকেই বলে, 'আমি আছি, আমি আছি।' লোকে বিনাশীকেই 'আমি আছি" বলে। আমাদের নিজের তত্ব অনুভবে এসে যায় যে আমার নিজের তত্ব অবিনাশী। কিন্তু অবস্থাকে 'আমি' বলে, তাতে নিজেও বিনাশী হয়ে যায়।

পরমাণু আছে ও অবিনাশী কিন্তু এক পরমাণু আছে এমন অনেক পরমাণু (একত্র) হয়ে যায় তো অবস্থা হয়ে যায়। সেই অবস্থা বিনাশী। ফের পরমাণু সব বিছিন্ন হয়ে যায় তো পরমাণু অবিনাশী।

বিনা আকাশ তো জায়গা নেই। আকাশ অর্থাৎ অবকাশ, স্পেস ! সব জায়গাতে আকাশ-ই আছে। আপনি বসে আছেন, সে ও আকাশেই বসে আছেন। অবকাশের আকাশ হয়ে গেছে। অবকাশ অবিনাশী তত্ব।

প্রশ্নকর্তা : বৃক্ষে ও জীব আছে না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আছে। যে কোন জীব হয় ও সব দেখা যায়, চেতন দেখা যায় না।

প্রশ্নকর্তা : পাথরেও জীব আছে ?

দাদাশ্রী : পাথরের ভিতরে জীব থাকে। কিন্তু ভেঙ্গে যায় ফের কিছু নেই আর কিছু পাথরে, যে কালা পাথর হয়, যাকে লাভা-রস বলে, তাতে কোন জীব নেই। যে সাদা পাথর বা লাল পাথর, তার ভিতরে জীব আছে। ও সব পৃথিবীকায় জীব। জল ও জীব। জল ও জীব দ্বারা তৈরী। ও অপকায় জীব। অপ মানে জল আর কায় মানে শরীর, জল রূপী শরীর যার সেই জীব, তার শরীর-ই জলের। বেক্টেরীয়া বলে, ও আলাদা, ও তো মাইক্রোস্কোপ দ্বারা দেখা যায় আর অপকায় দেখা যায় না, সেই জীবের জলরূপী শরীর হয়। বাতাস ও জীব, ও বায়ুকায় জীব। এই অগ্নি হয় না, তাতে লাল-লাল চমকায়, সে ও জীব, ও নিজেই তেজকায় জীব।

রং-রূপ আত্মা তে হয় না। যে অনাত্মা, তাতে রং-রূপ থাকে। কালা, হলুদ, লাল, সাদা, সেই সব রং আর মোটা, পাতলা, উঁচু, নিচু, সেই সব ও অনাত্ম বিভাগে আছে। আত্মাতে, চেতনে এমন নেই। চেতন তো পরম জ্যোতি স্বরূপ।

এই চোখ আছে, কান আছে, ইন্দ্রিয় আছে, এই সব দ্বারা যে জ্ঞান জেনে নিয়েছেন, সে সব রিলেটিভ করেক্ট আর ও টেম্পোরেরী এড্জাস্টমেন্ট, নট পারমানেন্ট!

প্রশ্নকর্তা : তো ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান হয়, ও সব জ্ঞান নয় ?

দাদাশ্রী : ও রিলেটিভ জ্ঞান and all these relative are temporary adjustment, not a single adjustment is permanent in this world !! (আর এই সব আপেক্ষিক অস্থায়ী সমন্বয়, একটা সমন্বয় ও স্থায়ী নয় এই জগতে) চেতন হয় সে ও পারমানেন্ট আর জড় হয় সে ও পারমানেন্ট। যে জড় পরমাণু স্বরূপের হয় ও পারমানেন্ট। কিন্তু পরমাণু (কে) চোখে দেখা যায় না, অনুকে দেখা যায়, কিন্তু পরমাণুকে কেউ দেখতে পারে না। ও তো 'জ্ঞানী পুরুষ' আর তীর্থঙ্কর-ই দেখতে পারেন। যাকে পরমাণু বলা হয়, ফের

এই পরমাণু পুদ্গল হয়। এই পরমাণু সব একত্র হয়ে পুদ্গল হয়, তাকে স্কন্ধ বলে। পরমাণু চোখে দেখা যাবে এমন নয়। কিন্তু স্কন্ধকে চোখে দেখা যায়। কিন্তু সে ও পরমাণুরই হয় আর নিশ্চেতন চেতন হয়।

প্রশ্নকর্তা : নিশ্চেতন চেতন হয় তো তাকে চেতন কেন বলেছে ?

দাদাশ্রী : সেটা ও বুঝতে হবে। ও চেতন নয়, নিশ্চেতন চেতন। চেতন যেমন দেখা যায়, লক্ষণ চেতনের মত, কিন্তু গুণ ধর্ম চেতনের নয়।

কোন লোক ঘড়ীতে চাবি দেয়, ফের ও ঘড়ী চলে, এমন সেটা চার্জ হয়ে গেছে, আর সেটাই ডিস্চার্জ হয়। পূর্ব জন্মে চার্জ হয়ে গিয়েছিল, সেটাই এখন এই জন্মে ডিস্চার্জ হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ডিস্চার্জ হয় আর (সাথে-সাথে) সেই সময় ভিতরে চার্জ ও হয়ে যাচ্ছে। সেটাই আগামী জন্মে আবার ডিস্চার্জ হয়ে যাবে।

চার্জ দুই প্রকারের হয়। কোন লোক সবার সুখ হয় এমনি কার্য করে তো জগত এতে খুশী হয় যে এ ঠিক। যে সবার জন্য ভাল কর্ম করে, তো সব লোকেরা তাকে সম্মানিত করে। কিন্তু এর ও চার্জ হয়, এ পজিটিভ চার্জ। কোন লোক অন্যকে দুঃখ দেয়, ও নেগেটিভ চার্জ। মুখ্য কথা তো চার্জ না হওয়া সেটাই। চার্জ বন্ধ হয়ে যায় তো ফের চিন্তা হয় না আর সংসারে ও থাকতে পারে।

রবীন্দ্র তো নাম দেওয়া হয়েছে, আপনাকে চেনার জন্য। যেমন দোকানের নাম হয় যে জেনারেল ট্রেডার্স, তো ও কি মালিকের নাম ? আর মালিক কে কেউ বলে যে, জেনারেল ট্রেডার্স, এদিকে আসুন, এদিকে আসুন ! এমন 'রবীন্দ্র' তো দোকানের নাম। এতে ছয় পার্টনার আছে। এই কোম্পানীতে ছয় পার্টনার আছে আর যখন বিয়ে করে, তখন আবার অন্য ছয় পার্টনার যোগ হয় তো ৬+৬ এর কর্পোরেশন হয়ে যায়। ফের এক ছেলে হয় তো আরো ছয় পার্টনার যোগ হয়, মেয়ে হয় তো আরো ছয় যোগ হয়, ফের সব পার্টনার ঝগড়া করে ভিতরে ভিতরে, মারামারি, লাঠিবাজি !!

এই ছয় পার্টনার নিজের নিজের কাজ সামলে নেয়। আমাদের নিজের কাজ সামলে নিতে হবে। কিন্তু আমরা অহংকার করি যে, 'আমি

বলছি, এই সব আমি করেছি।' 'আমি করেছি' এমন বলে দেয়, ফের বাকী সব পার্টনার আপনার সাথে সারা দিন ঝগড়া করে। এরজন্য কোর্টে ঝগড়া চলে। ফের ওয়াইফের ছয় পার্টনার এসে যায়, ফের তো কর্পোরেশন হয়ে যায় আর ঝগড়া বেড়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা : ছয় পার্টনার কে ?

দাদাশ্রী : এই ছয় পার্টনার কি বলে যে, আমরা ছয় পার্টনার মিলে বিজ্‌নেস চালাবো। তো প্রথম পার্টনার আসে যে 'ভাই! বিজ্‌নেসের জন্য জায়গা আমার!' জায়গা চাই কি না ? ও আকাশ দেয়। অবকাশ, ও ওয়ান অফ দ্যা পার্টনার্স। দ্বিতীয় পার্টনার বলে যে, যে মাল চাই, যত চাই, তত নিয়ে যাও, আমি দেব। মাল আমি পাঠিয়ে দেব, কিন্তু কাটিং আমি করবো না। মেটেরীয়েল সব পুদ্গল দেয়। তৃতীয় পার্টনার, কাটিংওয়ালা। ও গতি সহায়ক তত্ব। তার ও ১/৬ th পার্টনারশিপ আছে। ও সব কাটিং করে দেয়। মাল নিয়ে আসা- নিয়ে যাওয়ার কাজ সে করে। জড়ে বা চেতনে আসা-যাওয়ার শক্তি নেই। আসা-যাওয়ার জন্য এই তত্ব। চতুর্থ পার্টনার, স্থিতি সহায়ক তত্ব। সে মেটেরিয়েল কে স্থির করে। পঞ্চম পার্টনার সব মেনেজমেন্ট করে। সে সব টাইমিং দেয়। ও কাল তত্ব। ষষ্ঠ আত্মতত্ব। সে কি কাজ করবে ? শুধু দেখা-শোনা করবে। আত্মতত্বই এক এমন, যার চৈতন্য আছে, জ্ঞান-দর্শন আছে। এই আত্মা আছে না, ও আপনি স্বয়ং। আপনাকে শুধু দেখা-শোনা করার ছিল, 'সব কি করছে।' তার বদলে আপনি বলেন, 'এই সব আমি করেছি।' তো পার্টনার দের মধ্যে ঝগড়া হয়। সেইজন্য সব পার্টনার কোর্টে ঝগড়া করে।

পদ্ম আর জলের কোন ঝগড়া নেই, এমন সংসার আর জ্ঞানে কোন ঝগড়া নেই। দুটো আলাদাই হয়। শুধু রং বিলীফ। 'জ্ঞানী পুরুষ' সব রং বিলীফ কে ফ্রেক্‌চার করে দেন আর সংসার সব আলাদা হয়ে যায়। এখন আপনি 'জ্ঞানী' থেকে বিমুখ আছেন। যখন 'জ্ঞানী'র সন্মুখ হয়ে যাবেন, তখন সংসার ছুটে যাবে।

জগতের বাস্তবিকতা !

প্রশ্নকর্তা : আমি আপনার কাছে জ্ঞান জানতে এসেছি।

দাদাশ্রী : আপনার রিলেটিভ জ্ঞান জানার ইচ্ছা আছে কি রীয়েল জ্ঞান জানার ইচ্ছা আছে ? জ্ঞান দুই প্রকারের হয়। এক রিলেটিভ জ্ঞান, অন্য রীয়েল জ্ঞান। রীয়েল জ্ঞান পারমানেন্ট আর রিলেটিভ জ্ঞান টেম্পোরেরী। তো আপনার কি জানার ইচ্ছা ? যা পুস্তকে লেখা হয়েছে, ও সব টেম্পোরেরী জ্ঞান। তো আপনি কি জানতে চান ?

প্রশ্নকর্তা : পারমানেন্ট ই জানতে চাই।

দাদাশ্রী : যা বাস্তবিক, ও পারমানেন্ট।

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞান যা হয়, ও পারমানেন্ট হওয়া উচিৎ। টেম্পোরেরী জ্ঞান থেকে কোন ফায়দা হয় না।

দাদাশ্রী : সমস্ত দুনিয়ায় টেম্পোরেরী জ্ঞান-ই চলে। ও টেম্পোরেরী এড্‌জাস্টমেন্ট, পারমানেন্ট এড্‌জাস্টমেন্ট নয়। টেম্পোরেরী এড্‌জাস্টমেন্ট কেন বলা হয় ? কারণ এর থেকে অনেক আগের জানতে হবে। সংসার চালানোর জন্য টেম্পোরেরী জ্ঞান আছে কিন্তু বাস্তবে জগত কি হয়, ভগবান কি, জগত কে চালায়, কিভাবে চলে, এই সব রীয়েল জ্ঞান জানতে হবে। বাস্তবিক জানতে হবে। বাস্তবিক কোন পুস্তকে লেখা নেই। আপনার কি জানার ইচ্ছা আছে ? আমি দুটো কথাই বলে দিচ্ছি। বাস্তবিক ও আর অন্যটা ও বলে দিচ্ছি।

প্রশ্নকর্তা : যা লেখা আছে সে তো অনেক কিছু জেনে গেছি।

দাদাশ্রী : আপনি লেখা সব কিছু জেনে গেছেন, কিন্তু লেখা আছে, ও সব জেনে কিছু ফায়দা হয় না। ও সব টেম্পোরেরী জ্ঞান। আমরা নিশ্চয় করি যে অন্যের সাথে মিথ্যা বলবো না, সত্য-ই বলবো। সব জায়গাতে লেখা আছে যে সত্য বলবে, কিন্তু মিথ্যা তো বলতেই হয়। কারণ সেই টেম্পোরেরী জ্ঞান আর পারমানেন্ট জ্ঞান জেনে নেয় তো ফের সে মিথ্যা বলতেই পারে

না। পারমানেন্ট জ্ঞান তো স্বয়ং ক্রিয়াকারী। যা আমি বলি, ও কখনো পুস্তকে পড় নি, কখনো শোন নি, এমন কথা বলি কিন্তু হয় বাস্তবিক, এ আপনার আত্মা স্বীকার করবে।

প্রশ্নকর্তা : আমি এটাই চাই।

দাদাশ্রী : এই সব লোকে জানে, ও প্রাকৃত জ্ঞান জানে। সঠিক জ্ঞানের কথা এতে নেই। এই সব প্রাকৃত জ্ঞান। আত্মজ্ঞান চাও, তো বলবে যে আত্মজ্ঞানের কথা তে 'আমি কিছু জানি না' এমন ভাব হতে হবে। নয় তো ইগোইজম্ হয় যে 'আমি কিছু জানি।' প্রকৃতি তাকে চালায়, আর বলে যে 'আমি চালাই'। এমন তার ভ্রান্তি আছে। ধর্ম ও প্রকৃতি করায় আর বলে 'আমি ধর্ম করি।' তপ করে, ও প্রকৃতি করায়। ত্যাগ করে, ও প্রকৃতি করায়। চুরি করে, ও প্রকৃতি করায়। যে পর্যন্ত পুরুষ হয় নি, সে পর্যন্ত প্রকৃতি-ই করায় আর পুরুষ হয়ে যায় তো কাজ হয়ে গেল। 'জ্ঞানী পুরুষ'-এর কৃপাতে পুরুষ আর প্রকৃতি আলাদা হয়ে যায়। পুরুষ হয়ে যায় ফের আসল পুরুষার্থ হয়, নয় তো সে পর্যন্ত সাচ্চা পুরুষার্থ নেই। ও ভ্রান্তির পুরুষার্থ।

সবাই বলে যে আত্মজ্ঞান (প্রাপ্ত) কর। কিন্তু যে পর্যন্ত আত্মজ্ঞান মেলে না, সে পর্যন্ত প্রকৃতিজ্ঞানের অধ্যায়ন কর, তাকে জান। এই শরীরে যে মেকানিকেল পার্ট্স আছে, ও সব প্রকৃতি। এতে কিছু করার আবশ্যকতা নেই। যেমন এই দাঁড়ীর চুল এমনি বাড়ে না ?! পুরুষ ধর্ম বুঝতে হবে আর প্রকৃতির ধর্ম ও বুঝতে হবে। প্রকৃতি ধর্ম সংসার চালানোর জন্য বুঝতে হবে আর মোক্ষে যাবার জন্য পুরুষ ধর্ম বুঝতে হবে।

আপনি স্বয়ং কে ?

দাদাশ্রী : আপনার নাম কি ?

প্রশ্নকর্তা : রবীন্দ্র।

দাদাশ্রী : রবীন্দ্র তো আপনার নাম, আপনি স্বয়ং কে ?

প্রশ্নকর্তা : আমি এক জন মানুষ ।

দাদাশ্রী : মানুষ তো এই শরীর কে বলে। চার পা হয় তো পশু বলে । তো আপনি নিজে কে ?

প্রশ্নকর্তা : রবীন্দ্র-ই হই । চেনার জন্য দেওয়া নাম ।

দাদাশ্রী : আপনার নাম রবীন্দ্র, এ তো আমি ও মানছি । যেমন কোন দোকানের বোর্ড হয় যে জেনারেল ট্রেডার্স, তো তার মালিক কে আমরা বলি যে 'ঐ, জেনেরেল ট্রেডার্স এদিকে এস ।' তো কেমন হবে ? রবীন্দ্র তো আপনাকে চেনার বোর্ড । আপনি নিজে কে ? 'আমার নাম রবীন্দ্র' আর 'আমি রবীন্দ্র' এতে কোন পার্থক্য মনে হয় কি ? যেমন 'এই শরীর আমার' এমন বল কি 'আমি শরীর' এমন বল ?

প্রশ্নকর্তা : 'আমার শরীর' এমন বলবো ।

দাদাশ্রী : 'আমার মাইন্ড' বল কি 'আমি মাইন্ড' বল ?

প্রশ্নকর্তা : 'আমার মাইন্ড' বলি ।

দাদাশ্রী : আর স্পীচ ?

প্রশ্নকর্তা : 'আমার স্পীচ' বলি ।

দাদাশ্রী : এর মতলব এটাই যে তুমি মাইন্ড, স্পীচ আর শরীরের মালিক, তো তুমি স্বয়ং কে ? এর খোঁজ করেছ কি না ? বিয়ে করেছ তো মেয়ে খুঁজে এনেছিলে কি না ? তো নিজের-ই খোঁজ কর নি ? এই সব তো রিলেটিভ আর আপনি স্বয়ং রীয়েল । All these Relatives are temporary adjustment and real is permanent . (এই সব আপেক্ষিক অস্থায়ী সমন্বয় আর বাস্তব স্থায়ী ।)

রীয়েল কথা এক বার বল তো ফের সব পাঁজল সমাধান হয়ে যায় । ভগবানকে চেনার জন্য একটাই রীতি নয়, অন্য ও অনেক রীতি আছে ।

প্রশ্নকর্তা : জগতে সব থেকে বড় মুস্কিল আছে তো ও ভগবান কে অনুভব করা আর তার জন্য সবার আগে জগত কে ভুলতে হবে ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, জগত বিস্মৃত করতে হবে, কিন্তু ও আগে ভুলতে পারা যায় না না ?! ভগবানের রীয়েলাইজেশন হয়ে যায় তো জগত কে ভোলা যাবে। আমাকে বিদেশী লোকেরা বলে যে, ভগবান কে চেনার জন্য শর্টকাট বলে দিন। তো আমি বলেছি যে separate, I and My with separator ! [আমি আর আমার আলাদা কর সেপারেটর (বিভাজক) দিয়ে !]

'I' কে ? 'My' কি ?

আপনি যে 'I' বলেন, ও সত্যি কথা নয়। কেউ জিজ্ঞাসা করে যে 'রবীন্দ্র কে ?' তো প্রথমে আপনি বলেন যে 'আমি রবীন্দ্র।' আবার জিজ্ঞাসা করে যে 'রবীন্দ্র কার নাম ?' তো আপনি বলেন যে 'আমার নাম।' এ বিসদৃশ মনে হয় না আপনার ? এই সব বিসদৃশ, তো Separate 'I' & 'My'. ('আমি' আর 'আমার' কে আলাদা কর।)

প্রথমে এই পা কে আলাদা রেখে দিলে, 'মাই ফিট', ফের হাত আলাদা রেখে দিলে, 'মাই হেন্ড'। ফের মাথা আলাদা রেখে দিলে, 'মাই হেড' আর 'মাই মাইন্ড' বলে কি 'আমি মাইন্ড' বলে ?

প্রশ্নকর্তা : 'My Mind'. ('আমার মন।')

দাদাশ্রী : তো তাকেও দূরে রাখবে। 'মাই ইগোইজম্' বলে কি 'আমি ইগোইজম্' বলে ?

প্রশ্নকর্তা : 'My Egoism'. ('আমার অহংকার।')

দাদাশ্রী : ত্বো তাকেও দূরে রাখবে। ফের 'আমি বুদ্ধি' এমন বলে কি 'আমার বুদ্ধি' এমন বলে ?

প্রশ্নকর্তা : 'My Intelect '. ('আমার বুদ্ধি।')

দাদাশ্রী : তো তাকেও দূরে রাখবে। মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার সব আলাদা রাখবে। সব আলাদা রেখে দিলে, ফের কি থাকবে ?

প্রশ্নকর্তা : কিছু থাকবে না।

দাদাশ্রী : 'I' থাকবে ! 'My' চলে যায়, তো 'I' থাকবে । সে ই ভগবান, সে ই কৃষ্ণ ।

যেখানে 'My' নেই, সেখানে 'I' আছে, সে ই আত্মা, সে ই পরমাত্মা। এখন তো 'My' -এর খপ্পরে এসে গেছে, সেইজন্য 'এ আমার, এ আমার, এ আমার' করতে থাকে ।

আমি লোনাওয়ালা গিয়েছিলাম । ওখানে আমাকে এক জার্মান 'কপল' (দম্পতি) মিলেছিল । ওরা আমাকে বলে আমাদের God (ভগবান) দেখিয়ে দিন । আমি বলে দিই যে separate 'I' and 'My' with separator ('আমি' আর 'আমার' কে আলাদা কর বিভাজক দ্বারা) তো বাকী থাকে, সে 'I' আর 'I' is God ('আমি' ভগাবান) কিন্তু সেপারেটরের ডীলার আমি । সেপারেটর ছাড়া আলাদা হতে পারে না । তো সেপারেটর আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে । সেপারেটর চাই কি না ?

আপনি কত পর্যন্ত সেপারেট করতে থাকবেন ? মাই মাইন্ড, মাই ইন্টেলেক্ট, মাই ইগোইজম্ সেখান পর্যন্ত যাবেন । কিন্তু ইগোইজম্ থেকে আগে কিভাবে যাবেন । যেখান পর্যন্ত স্থুল আছে, সেখান পর্যন্ত আপনি যাবেন । কিন্তু এর আগে সূক্ষ্ম আছে আর সূক্ষ্মের আগে কারণ আছে, কঁজ আছে। সেই 'অনুভব' আপনি কোথা থেকে আনবেন ? ও তো আমার কাছে আছে। 'I' & 'My' এর আলাদা করে তো 'I' is 'God' ! ('আমি' ই 'ভগবান') কিন্তু আপনি স্বয়ং থেকে পুরো সেপারেট হতে পারবেন না । ও সেপারেট করার কাজ 'জ্ঞানী পুরুষ'-এর । সে আমি আপনাকে করিয়ে দেব। কত জন্ম থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু সত্যি কথা জানতে পারেন নি।

কোন পুস্তকে এমন কথা বলেছে ? আর ভগবান কে খোঁজার জন্য কত পুস্তক আছে ?! আর এত পুস্তক পড়েও কাউকে ভগবান মেলেনি !!! পুস্তক তো কি বলে যে ভগবান উত্তরে আছে আর সব লোকেরা দক্ষিণে যায় আর বলে যে ভগবান কে খুঁজতে যাচ্ছি ।

প্রশ্নকর্তা : 'I' কে 'My' থেকে সেপারেট কি পর্যন্ত করা যায় ? যে দৈনন্দিন জীবন, সেই জীবন ও তো চালাতে হবে, তাতে তো ব্যবসা আছে,

ব্যবহার আছে, আত্মীয়-স্বজন আছে, মা-বাবা আছে।

দাদাশ্রী : ও সব ছাড়তে হবে না। এ তো আপনাকে অনুভবে রাখতে হবে যে This is not mine. This is not mine (এটা আমর নয়। এটা আমার নয়।) বৌ-ছেলে সব রাখবে, ও সব ছাড়ার জিনিস নয়। ও সব তো রাখার জিনিস। কিন্তু বুঝে নেবে This is 'My' and not 'I'. (এটা 'আমার' আর 'আমি' নয়) এই টুকু বুঝে নেবে।

বাইরে থেকে 'দোকান' সব জিনিস কে বলে দিলে যে this is 'My' (এটা 'আমার') তো বুঝে যায় যে This is not 'I'. (এটা 'আমি' নই) ফের এক শরীরের জন্য এসেছি তো This is 'My', not 'I'. ফের 'I' এর খোঁজ কর। আমি সেটাই খোঁজ করে নিয়েছি। All these relatives are temporary adjustment. 'My' is temporary and 'I' is permanent. (এই সব আপেক্ষিক অস্থায়ী সমন্বয়। 'আমার' অস্থায়ী আর 'আমি' স্থায়ী।)

প্রশ্নকর্তা : স্প্রিচ্যুয়েল ওয়েল্ডিং হয় আর এই ফিজিকেল ওয়েল্ডিং অর্থাৎ এই শরীর আর আত্মা, দুইতে কি কনেক্সন আছে ?

দাদাশ্রী : কনেক্সন আছেই। কিন্তু দুটোই আলাদা।

প্রশ্নকর্তা : কিভাবে ?

দাদাশ্রী : আপনি দুটোকে আলাদা করতে পারেন।

প্রশ্নকর্তা : আপনার কাছে একে সেপারেট করার কোন টেকনিক্ আছে অথবা গিফ্ট আছে ?

দাদাশ্রী : গিফ্ট আছে, এ নেচারেল গিফ্ট। This is but natural. (এটা একেবারে প্রাকৃতিক।)

প্রশ্নকর্তা : আমার মনে হয় যে আপনার কাছে কোন টেকনিক্ হবে যে যা দিয়ে 'I' আর 'My' সেপারেট করা যায়।

দাদাশ্রী : এ টেকনিক্ নয়, এ 'বিজ্ঞান', এ 'প্রকাশ'। এ তো থিয়রী অফ এ্যব্সোল্যুটিজম্, আমি থিয়রম অফ এ্যব্সোল্যুটিজমে আছি। আমার

কাছে এব্‌সোল্যুট বিজ্ঞান আছে। সেই সব আমি আপনাকে বলি। এ্যাব্‌সোল্যুট বিজ্ঞান কখন প্রাপ্ত হয় ? এই শরীরের, মনের, বাণীর, সব কিছুর মালিকানা ভাব চলে যায়, তখন এ্যাব্‌সোল্যুট বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, নয় তো হয় না।

আধ্যাত্মতে ব্লান্ডার কি ? মিস্টেক কি ?

আপনি 'স্বয়ং' ভগবান-ই হন। আপনার কোন উপরওয়ালা-ই নেই। আমি দেখেছি যে কোন ভগবান ও আপনার উপরওয়ালা নয়। আপনার বস কে ? আপনার ব্লান্ডার আর মিস্টেক। ওসব চলে যায়, তো আপনার কোন উপরওয়ালা নেই। 'জ্ঞানী পুরুষ' প্রথমে ব্লান্ডার ভেঙ্গে দেন, ফের মিস্টেক আপনাকে বের করতে হবে।

ব্লান্ডার-এ কি হয় ?

'আমি রবীন্দ্র', ও যে আপনার বিলীফ আছে, ও আরোপিত ভাব। যেখানে আপনি নেই, সেখানে আপনি বলেন, যে 'আমি আছি।' তার ভগবানের ওখানে কি ন্যায় হয় ? ও ব্লান্ডার বলা হয়। যেখানে স্বয়ং আছেন, সেখানে নিজের পরিচয় নেই। 'আমি রবীন্দ্র, আমি এর ফাদার (পিতা), আমি এর কাকা', সেই সব আরোপিত ভাব। তাকে ব্লান্ডার বলা হয়। সেই ব্লান্ডার চলে যায়, ফের শুধু মিস্টেক-ই থাকবে। সেল্ফ রীয়েলাইজেশন করেছ, ফের আরোপিত ভাব থাকবে না, ব্লান্ডার থাকবে না, মিস্টেক-ই থাকবে। সেই মিস্টেক আপনাকে কি ভাবে বের করতে হবে, ও ফের 'জ্ঞানী পুরুষ' বলে দেবে।

প্রশ্নকর্তা : আজ এই জগতে এমন কেউ আছে, যার ব্লান্ডার আর মিস্টেক নেই ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আমার সব ব্লান্ডার আর মিস্টেক চলে গেছে। আমার একটাও স্থুল ভুল নেই। স্থুল ভুল তো সব লোকেরা বুঝে যায় যে এই ভুল

করেছে, ও স্থুল ভুল বলা হয়। দ্বিতীয় সূক্ষ্ম ভুল হয়। সূক্ষ্ম ভুল সব লোকেরা জানতে পারে না, কিন্তু কোন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি হয় তো সে বুঝে যায় যে এ ভুল করেছে, এ সূক্ষ্ম ভুল। এমন স্থুল ভুল আর সূক্ষ্ম ভুল আমার ভিতরে নেই। সুক্ষ্মতর আর সুক্ষ্মতম ভুল, ও কাউকেই লোকসান করে না, জগতে কোন জিনিসের লোকসান করে না।

এই শরীরের ঔনার (মালিক) আপনি ? আর স্পীচের ঔনার ? আর মাইন্ডের ঔনার ? আপনি বলেন যে আমার মাইন্ড, আমার বডি, আমার স্পীচ তো সে সবের দায়িত্ব এসে গেল। কি দায়িত্ব ? যে এই মাইন্ড, বডি আর স্পীচ এসব ইফেক্টিভ। কেউ গাল দিয়ে দেয়, তো এই মাইন্ড ইফেক্টিভ, সেই জন্য মাইন্ডে ইফেক্ট হয়ে যায়। কিন্তু আপনি বলেন আমার মাইন্ড, তো এই ইফেক্ট আপনাকেই লাগে। সেল্ফ কে রীয়েলাইজ করেছ, ফের আপনাকে ইফেক্ট লাগে না। ফের আপনি বলবেন 'রবীন্দ্র, এ আপনার ডাক, আমার ডাক নয়।

'আমি রবীন্দ্র' ও রং বিলীফ। নিজের রীয়েল স্বরূপকে, রীয়েলী 'আমি স্বয়ং কে' জেনে নেয় তো রাইট বিলীফ হয়ে যায়। ও রাইট বিলীফ হয়ে গেলে, ফের রাইট জ্ঞান হয়ে যায় আর ফের রাইট ব্যবহার হয়ে যায়, তো নিজেই 'স্বয়ং' হয়ে যায়। ফের 'স্বয়ং'-ই 'খুদা' হয়ে যায়। যে 'স্বয়ং' সে ই 'খুদা' হয়ে যায় '

পারমানেন্ট শান্তি কিভাবে ?

প্রশ্নকর্তা : স্বয়ং কে চেনার জন্য, শুদ্ধ হওয়ার জন্য কি প্রয়াস করতে হবে ?

দাদাশ্রী : সেই সব জেনে আপনার কি লাভ হবে ?

প্রশ্নকর্তা : শান্তি।

দাদাশ্রী : পারমানেন্ট শান্তি চান ? কিছু সময় ঝগড়া করবে, ফের শান্ত হয়ে যাবে, এমন টেম্পোরেরী শান্তিতে কি লাভ ? শান্তি দুই প্রকারের

হয়। এক মানুষের ঘরে ঠান্ডা বেশী লাগে, তো সে রৌদ্রে চলে যায়, তো ওখানে শান্তি হয় আর সামারে রৌদ্রে অনেক গরম লাগে তো যখন বৃক্ষের নীচে বসে, তো শান্তি লাগে। ও সব টেম্পোরেরী শান্তি। আপনার পারমানেন্ট শান্তি চাই ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, পারমানেন্ট শান্তি-ই চাই।

দাদাশ্রী : ফের কি করবে পারমানেন্ট শান্তি কে ? এখন পর্যন্ত তো দেখই নি না ? শোনই নি না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, কিন্তু সব সময় আশান্তিতে কি লাভ ? শান্তি কোথা থেকে পাবো, তার উপায় বলুন।

দাদাশ্রী : অশান্তি কোথা থেকে এনেছ ? তার সামনের দোকানই শান্তির। আপনার শান্তির উপায় চাই কি শান্তি চাই ? আপনার যা চাই সেটাই দেবো। অন্তর শান্তি মিলে যায় তো অন্তর দাহ মিটে যায়, আর সেটাই মুক্তির আসল টিকিট। সেটাই মোক্ষের লাইসেন্স।

প্রশ্নকর্তা : পিস অফ মাইন্ড না থাকার কারণ কি ?

দাদাশ্রী : তার যে কারণ আছে না, ও অজ্ঞানতা। অন্য কোন কারণ নেই। জ্ঞান থেকে পিস অফ মাইন্ড সদা থাকে আর নিজের প্রত্যেক কাজ হয়। আপনার তো এমন লাগে না যে আমি চালাচ্ছি ? That is complete wrong. (সেটা সম্পূর্ণ ভুল।)

প্রশ্নকর্তা : চালাই বা না চালাই, কিন্তু রেসপন্সিবিলিটী (দায়িত্ব) তো আমার উপরেই আছে কি না ?

দাদাশ্রী : আপনার যতটা দায়িত্ব আছে, এর থেকে ও বেশী দায়িত্বের হলেও পিস অফ মাইন্ড সদা থাকা উচিৎ।

প্রশ্নকর্তা : আমি সেটাই জিজ্ঞাসা করতে চাই যে পিস অফ মাইন্ড কিভাবে থাকবে ?

দাদাশ্রী : পিস অফ মাইন্ড কেন থাকে না ? ও অজ্ঞানতার জন্য থাকে না, ও রং বিলীফে থাকে না। রাইট বিলীফে পিস অফ মাইন্ড থাকবেই। এ তো এক ভুল হয়, সে থেকে দ্বিতীয় ভুল, তৃতীয় ভুল, এভাবে সব ভুলই চলে আসছে। নিজে তে অশান্তি হয়ই না। নিজে তে আনন্দ ই হয়। 'আপনি' 'রবীন্দ্র' হয়ে যান তো অশান্তি হয়ে যায়। 'আমি রবীন্দ্র' ও কল্পীত ভাব, আরোপিত ভাব, এ রং বিলীফ, আপনি স্বয়ং কে, ও জেনে নিলে সেটাই রাইট বিলীফ।

প্রশ্নকর্তা : রাইট বিলীফ ব্যবহারকে কোন সাহায্য করে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তাতে আদর্শ জীবন হয়ে যায়। রং বিলীফ না হয় তো তার জীবন আদর্শ হয়।

সংসার পরিভ্রমণের রূট কঁজ !

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, একটু আত্মার বিষয়ে বলুন যে এই জগতের রূট কঁজ কি ?

দাদাশ্রী : দেখুন, এই সংসার কোথা থেকে হাজির হয়ে গেছে ? এই সংসারের রূট কঁজ কি ? এর রূট কঁজ অজ্ঞান। কোন অজ্ঞান ? সাংসারিক অজ্ঞান ? না, সাংসারিক অজ্ঞান তো সবার আছে যে 'আমি উকিল, আমি ডাক্তার।' ও তো আছেই সবার। কিন্তু 'আমি স্বয়ং কে' তার ই অজ্ঞান। সেই অজ্ঞান থেকেই হাজির হয়ে গেছে। জ্ঞানী পুরুষের কৃপা হলে এক ঘন্টাতে অজ্ঞান চলে যায়, নয় তো কোটি জন্ম হয়ে যায় তবু ও যায় না।

প্রশ্নকর্তা : মানুষ কে ছেলে বেলা থেকেই এমন ট্রেনিং মেলে তো জ্ঞানী হতে পারে ?

দাদাশ্রী : না, ও ট্রেনিং দ্বারা হয় না। সমস্ত জগত ই অজ্ঞান প্রদান করেন। আপনি ছোট ছিলেন, তখন থেকেই অজ্ঞান প্রদান করছে, 'আপনাকে' 'রবীন্দ্র' নাম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এ 'রবীন্দ্র', 'রবীন্দ্র' এসেছে, এ দুই বছরের হয়ে গেছে। সব লোকেরাও 'আপনাকে' 'রবীন্দ্র' বলে, আপনি সেটা সত্য মেনে নেন। 'এ রবীন্দ্র করেছে, রবীন্দ্র এখন পাঁচ

বছরের হয়ে গেছে', সেই সব আপনি সত্য মেনে নেন। ফের বড় হয়ে যান আর বিয়ে করেন তো সব লোকের বলতে থাকে যে 'এ এর স্বামী', তো সেটাও আপনি সত্য মেনে নেন। ফের ছেলে হয়ে যায় তো 'এ ছেলের বাবা' এমন ও আপনি সত্য মেনে নেন। আপনার নিজের পরিচয় নেই আর আপনার এই সব রং বিলীফ হয়ে গেছে। এর থেকে সব ভুল হয়ে যায়। তো সবার প্রথমে সেল্ফের রীয়েলাইজ করতে হবে। কিন্তু ও কে করাবে ? জগতে কখনো কোন সময়ে কোন জ্ঞানী হয়। সেখানে সুযোগ মিলে যায় তো সত্যি কথা জানতে পারা যায়। আপনি স্বয়ং কে ?

প্রশ্নকর্তা : আমি এক জীব।

দাদাশ্রী : জীব তো যে মরে আর বেঁচে থাকে, তাকে জীব বলা হয়। আপনার অমর হওয়ার ইচ্ছা নেই ?

প্রশ্নকর্তা : অমর হওয়ার কথা বলেন, তো প্রশ্ন এই যে বেঁচে থেকে অমর না মরার পরে অমর ?

দাদাশ্রী : এখন তো বেঁচে থেকে অমর, ফের মরার ভয় লাগে না আর আপনার তো কেউ চড় মারে তো লাগে কি না, তো 'আমাকে, আমাকে, আমাকে' করতে থাকবেন। কিসের 'আমাকে, আমাকে' বলেন ? 'আমি' কাকে মেনেছেন আপনি ? রবীন্দ্রকে 'আমি' মেনেছেন ? আপনি নিজেকে তো চেনেন না, ফের 'আমাকে, আমাকে' কি বলেন ? 'আমি রবীন্দ', সেটা ভুল কথা। এমন অনাদি থেকে সেই ভুল সংসারে চলে আসছে।

নিজের পরিচয় কর যে, 'আপনি স্বয়ং কে'। ফের খুদা হয়ে যাবেন। ফের ভগবান আপনার কাছ থেকে কখনো যাবেন ই না। 'আমি রবীন্দ্র', ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবান আপনার কাছে আসবেই না। নিজের পরিচয় এখনো পর্যন্ত করেন নি ?

প্রশ্নকর্তা : তার ই তো আমি মন্থন করে যাচ্ছি।

দাদাশ্রী : নিজের পরিচয় করার মন্থন করেন, অনেক বড় কথা। সব লোকেরা পয়সার জন্য মন্থন করে আর আপনি নিজকে চেনার জন্য মন্থন করছেন। এটা খুব প্রশংসার কথা।

প্রশ্নকর্তা : যখন পর্যন্ত আমার নিজের অনুভব হবে না, আত্ম অনুভব হবে না, সে পর্যন্ত আমি এগিয়ে যেতে পারবো না ?

দাদাশ্রী : আমি এক ঘন্টাতে আপনাকে আত্মার অনুভব করিয়ে দেব, ফের কখনো আত্মা চলে যাবে না আর ক্ষায়িক সমকিত হয়ে যাবে।

"এগো মেঁ শাষও অপ্পা, নাণ দশ্‌শণ সংজুও,
শেষা মেঁ বাহিরাভাবা, সব্বে সংযোগ লখ্‌খণা।
সংযোগ মূলা জীবেণ, পত্তা দুঃখ পরম্পরা,
তম্‌হা সংযোগ স্মম্বধম্‌, সব্বম তিবীহেণ বোসরিয়ামী।"

এমন দশা হয়ে যায়। কখনো হয় নি, কিন্তু এ হয়েছে। ভগবান মহাবীর পর্যন্ত দশ আশ্চর্য হয়েছিল, এ একাদশ আশ্চর্য। আপনার ঠিক লাগে তো আসবেন, নয় তো এ তো বীতরাগ মার্গ।

মিথ্যাত্ব দৃষ্টি : সম্যক্ দৃষ্টি

'আমি রবীন্দ্র' এ আপনার রং বিলীফ। 'এর পতি' এ দ্বিতীয় রং বিলীফ। এর পিতা, এর ভাই এমন কত রং বিলীফ আছে ?

প্রশ্নকর্তা : অনেক আছে।

দাদাশ্রী : আপনি বাস্তবে কি, এ আপনি জানেন না। 'আমি রবীন্দ্র' এ আপনার মিথ্যাত্ব দৃষ্টি। 'আমি সচ্চিদানন্দ' (আমি শুদ্ধাত্মা'), এই দৃষ্টি মিলে যায় তো তাকে সম্যক দৃষ্টি বলা হয়। রং বিলীফ কে 'মিথ্যা দর্শন' আর রাইট বিলীফ কে 'সম্যক দর্শন' বলা হয়েছে।

এই রং বিলীফের রূট কঁজ কি হয় ? অজ্ঞানতা ! 'আমি রবীন্দ্র' এ আপনি সত্য মেনে নিয়েছেন সেটাই মিথ্যাত্ব, সেটাই রূট কঁজ। সেই ভৌতিক সুখের ইচ্ছা-ই মিথ্যাত্ব নয়।

আমি এই আপনার রং বিলীফ ফ্রেকচার করে দিই আর রাইট বিলীফ বসিয়ে দিই। আমি আপনার ভৌতিক সুখ ফ্রেক্চার করতে পারি না। তাকে ফ্রেক্চার করার কোন আবশ্যকতাই নেই। যার যা খাওয়ার ইচ্ছা হয়, সে বলে, যে মহাশয়, আজ আমার জিলিপি খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে। তো আমি বলি 'খাও, আনন্দে খাও।' আমার তাতে কোন অসুবিধা নেই ।

পাত্রতার প্রমাণ !

কখনো চিন্তা কোন হয় ?

প্রশ্নকর্তা : চিন্তা তো থাকেই।

দাদাশ্রী : এক বছরে কত বার ? দুই বার ?

প্রশ্নকর্তা : চিন্তা তো রোজই হতে থাকে।

দাদাশ্রী : কিসের জন্য চিন্তা কর ? কিছু অভাব আছে আপনার ?

প্রশ্নকর্তা : ভগবানের দয়ায় সব কিছু আছে।

দাদাশ্রী : তো ফের চিন্তা কেন কর ?

প্রশ্নকর্তা : প্রোফেশনে (ব্যবসায়) তো চিন্তা এসেই যায়।

দাদাশ্রী : Waste of time and energy. (সময় আর শক্তির বর্বাদি) বড় C.A হয়ে গেছি ! C. A. তো কাকে বলা হয় ? যে অনেক বিচারশীল হয়, যে এই সব কিসের থেকে হয় ? আমি কে ? এই সব কি ? কোথা থেকে এসেছে ? কি ভাবে আমি C. A. হয়ে গেছি ? C. A. কে হয়ে গেছে ? এই সব রীয়েলাইজ হতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : রীয়েলাইজেশনের জন্য, নিজে কে তা বোঝার শক্তি আমার নেই।

দাদাশ্রী : কিন্তু আপনার ইচ্ছা তো আছে না, রীয়েলাইজেশন করার।

প্রশ্নকর্তা : এখন তো যেমন চলছে তেমন চলতে দিন। সেল্ফ রীয়েলাইজ তো হওয়া দরকার কিন্তু সেল্ফ রীয়েলাইজ করার জন্য সেই শক্তি আর স্টেজ আসতে হবে।

দাদাশ্রী : এতে স্টেজ কিসের ? আপনি পুনর্জন্মে মানেন কি মানেন না ?

প্রশ্নকর্তা : মানি।

দাদাশ্রী : যে পুনর্জন্ম মানে, ওদের স্টেজওয়ালা বলা হয়। যে পুনর্জন্ম বোঝে না, তাদের জন্য স্টেজ নয়।

আমি এদের সবাইকে সেল্ফ রীয়েলাইজ করিয়ে দিয়েছি, ফের কখনো কিছুই চিন্তা হয় না আর ব্যবসা-সার্বিস সব কিছু করে।

প্রশ্নকর্তা : সংসারে এমন হতে পারে না।

দাদাশ্রী : সংসারের বাইরে দ্বিতীয় জায়গা কোথায় আছে ? সংসারের বাইরে তো কোন জায়গাই নেই।

প্রশ্নকর্তা : যখন পর্যন্ত সংসার আছে, তো আমরা সেল্ফ রিয়েলাইজ করতে পারি না। তার জন্য সংসার থেকে আলাদা হতে হবে।

দাদাশ্রী : সংসার থেকে আলাদা কেউ হয় ই নি। কৃষ্ণ ভগবান ও সংসারে পত্নীর সাথে থাকতেন।

'You are Ravindra,' is correct by relative view point and who are you by real view point ? ('আপনি রবীন্দ্র' এ আপেক্ষিক দৃষ্টিকোনে সত্য আর বাস্তবিক দৃষ্টিকোনে আপনি কে ?)

প্রশ্নকর্তা : Who is to judge that ? (কে নির্ধারণ করবে ওটা ?) রীয়েলে কে হতে হবে ?

দাদাশ্রী : ও যে রীয়েল হয়, সে বুঝতে পারে। যে রিলেটিভ হয়, সে বুঝতে পারে না আর যে রীয়েলাইজ করেছে, সে বুঝতে পারে।

আপনি রবীন্দ্র, সেই কথা ঠিক ? ও তো আপনার নাম, আপনি নিজে কে ?

প্রশ্নকর্তা : No body. (কেউ নই ।)

দাদাশ্রী : No body ? No body এমন বলা হয় না । নিজে তো আছেই, কিন্তু আপনি বলেন না যে, This is my hand. This is my head, my eyes'. (এটা আমার হাত, এটা আমার মাথা, আমার চোখ ।) এমন আপনি বলেন, তো বলা জন আপনি কে ? এমন সন্ধান তো করতে হবে কি না ? No body (কেউ) বলতে পারেন না ।

তো আপনি নিজে কে, এর রীয়েলাইজ করেন নি ? এই ঘড়ী রীয়েলাইজ করে এনেছিলেন ? ঘড়ী চলে কি চলে না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ ।

দাদাশ্রী : আর ওয়াইফকে রীয়েলাইজ করেছিলেন কি না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, করেছিলাম ।

দাদাশ্রী : তো আপনি নিজেকে রীয়েলাইজ তো করতে হবে কি হবে না ? আপনি করেছেন ? কে আপনি ?

প্রশ্নকর্তা : আমি আত্মা ।

দাদাশ্রী : কিন্তু অনুভব আছে আপনার ?

প্রশ্নকর্তা : না, অনুভব নেই ।

দাদাশ্রী : তো এমন আপনি বলতে পারেন না । অনুভব হতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা : এই অনুভব-ই তো মুস্কিল ।

দাদাশ্রী : অনুভব করানোর জন্য কত পয়সা খরচ হয়ে যায় তো চলবে ?

প্রশ্নকর্তা : বোঝার জন্য পয়সার প্রশ্নই নেই ।

দাদাশ্রী : আসে না তো ? তো পয়সার প্রশ্ন কোথায় আসে ? সিনেমা দেখতে ? সিনেমা দেখতে তিন টাকা চায় না ? আর মূলোর ও দশ পয়সা নেয় না ? ও সব মূল্যবান বলা হয় আর এ অমূল্য, এর পয়সা ও লাগে না । তো ভগবান কত ফায়দার (কৃপালু)? কোন ঝামেলা নেই, কোন খরচ নেই । ভগবানের প্রাপ্তি হওয়া অনেক সরল ব্যাপার ।

আমি জ্ঞান দিই না, সে পর্যন্ত আত্মা আর দেহ জইন্ট থাকে, আলাদা হয় না । আমি জ্ঞান দিই, তখন আত্মা আর দেহ আলাদা হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : আমি কিভাবে জানতে পারবো যে আলাদা হয়ে গেছি ?

দাদাশ্রী : ও আপনার খেয়ালে এসে যাবে যে 'আমি শুদ্ধাত্মা ' আর ও মনে রাখতে হবে না । এমনিতে খেয়ালে এসে যাবে ।

আপনাকে কেউ বলে যে 'রবীন্দ্র আমার খারাপ করে দিয়েছে,' তো আপনার কোন পাঁজল হয় কি ?

প্রশ্নকর্তা : পাঁজল তো হবেই না ?

দাদাশ্রী : ফের সল্যুশন কিভাবে হয় ? ফের এমনিই পেন্ডিং থাকে?

The world is the puzzle itself, there are two view point & to solve this puzzle, one Relative view point and one is Real view point . (এই পৃথিবী স্বয়ং এক ধাঁধা, এখানে দুটো দৃষ্টিকোন আছে আর এই ধাঁধা সমাধান করতে, এক আপেক্ষিক দৃষ্টিকোন আর এক বাস্তবিক দৃষ্টিকোন ।)

এই পাঁজল সমাধান হয়ে যায় ফের আপনি স্বয়ং কে, সেটা জানা হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : রীয়েল ভ্যিয়ু পইন্ট আর রিলেটিভ ভ্যিয়ু পইন্ট কি ?

দাদাশ্রী : All these Relatives are temporary adjustment and Real is permanent. (এই সমস্ত আপেক্ষিক অস্থায়ী সমন্বয় আর বাস্তবিক স্থায়ী ।)

প্রশ্নকর্তা : But what are these adjustment ? (কিন্তু এই সব সমন্বয় কি ?)

দাদাশ্রী : এই আপনার যে শরীর আছে, এই হাত আছে, এই সব এড্‌জাস্টমেন্ট, সে সব রিলেটিভ।

By Relative view point you are Ravindra & By Real view point আপনি কি, সেটাই বোঝা দরকার । (আপেক্ষিক দৃষ্টিকোণে আপনি রবীন্দ্র আর বাস্তবিক দৃষ্টিকোনে কি, সেটাই বোঝা দরকার)

You are Ravindra is correct by Relative view point & by Real view point you are pure soul (Suddhatma). (আপনি রবীন্দ্র সে ঠিক আপেক্ষিক দৃষ্টিকোনে আর বাস্তবিক দৃষ্টিকোনে আপনি শুদ্ধাত্মা ।) কিন্তু আপনার রীয়েলাইজ হয় নি, সেখান পর্যন্ত আপনি কিভাবে শুদ্ধাত্মা হয়ে যাবেন ? সে পর্যন্ত রবীন্দ্রর ডাক আপনি নিয়ে নেবেন। এই 'অশোক' আছে কিন্তু সেই 'অশোক'-এর ডাক আলাদা আর তার নিজের পোস্ট আলাদা । আপনাকে কেউ রবীন্দ্রের নামে গাল দেয় তো আপনি সেই ডাক নিয়ে নেন, কারণ আপনি রবীন্দ্রকেই চেনেন, যে আমি রবীন্দ্র । Real viewpoint & Relative view point (বাস্তবিক দৃষ্টিকোন আর আপেক্ষিক দৃষ্টিকোন) বুঝতে পারেন তো জগতে কোন বাঁধা আসবে না। এমন মহাবীর ভগবানের বিজ্ঞান, চব্বিশ তীর্থঙ্করের বিজ্ঞান।

আপনাকে কিছুই ছাড়তে হবে না। কথাটাই বুঝতে হবে যে এই ডাক এর আর এই ডাক আমার।

আপনার ভিতরে আছেন, সে নিজেই পরমাত্মা । সেই পরমাত্মা আপনার উপলব্ধিতে এসে যায়, তো ফের আপনি ও পরমাত্মা হয়ে যাবেন। যে পর্যন্ত আপনি রবীন্দ্র, সে পর্যন্ত ও উপলব্ধিতে আসবে না । এখন তো আপনার 'আমি রবীন্দ্র' সেটাই অনুভব হয়েছে । যখন 'আমি শুদ্ধাত্মা' ও অনুভব হয়ে যায় তো, সব কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। আপনি রবীন্দ্র নয়। যা আপনি নয়, কিন্তু সেখানে আপনি বলেন যে, 'আমি রবীন্দ্র', ওটা আরোপিত ভাব, কল্পিত ভাব।

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলেন যে আমাতে আর আপনাতে কোন পার্থক্য নেই।

দাদাশ্রী : কোন পার্থক্য নেই। আমি নিজেকে চিনি আর আপনি নিজেকে চেনেন না, এইটুকুই পার্থক্য। অন্য কোন পার্থক্য নেই।

প্রশ্নকর্তা : আমি তো নিজেকে চিনি।

দাদাশ্রী : না, আপনি নিজেকে চেনেন না। আপনি তো বলেন যে, 'আমি রবীন্দ্র'। ও তো রং বিলীফ। Ravindra is correct by relative view point. You are brother of your sister is correct by relative view point, not by fact. (রবীন্দ্র ঠিক আপেক্ষিক দৃষ্টিকোনে। আপনি ভাই আপনার বোনের এ ঠিক আপেক্ষিক দৃষ্টিকোনে, তথ্যে নয়।

প্রশ্নকর্তা : কেন ? This is a fact because I am born to the same mother ! (এটা সত্য কারণ আমি একেই মায়ের জন্মেছি।)

দাদাশ্রী : But it is correct by relative view point, not by real view point ! And this is only temporary adjustment. You are permanent. (কিন্তু এটা ঠিক আপেক্ষিক দৃষ্টিকোনে, বাস্তবিক দৃষ্টিকোনে নয় ! আর এটা শুধু অস্থায়ী উপযোজন। আপনি স্থায়ী।) কিন্তু ও আপনার জানা নেই। আপনি বলবেন যে 'আমি রবীন্দ্র', এখন তরুণ।' ফের বৃদ্ধ হয়ে যাব, কারণ রবীন্দ্র টেম্পোরেরী এড্‌জাস্টমেন্ট।

দুটো ভাষা। এক রিলেটিভ ভাষা, এক রীয়েল ভাষা। রীয়েল ভাষা 'জ্ঞানী পুরুষ' সমস্ত জগতে একলাই জানে। সব লোকেরা রিলেটিভ ভাষা জানে। Relative language is temporary adjustment and real language is permanent adjustment ! (আপেক্ষিক ভাষা অস্থায়ী উপযোজন আর বাস্তবিক ভাষা স্থায়ী উপযোজন !)

রিলেটিভ লেংগোয়েজে (আপেক্ষিক ভাষায়) জগতের লোকেরা কি বলে, 'God is the creator of this world' ('ভগবান এই জগতের সৃষ্টিকর্তা') আর এমন ই সমস্ত জগত মানে। কিন্তু ও রিলেটিভ করেক্ট (অপেক্ষিক সত্য), রীয়েল করেক্ট (বাস্তবিক সত্য) কথা নয়। সবাই নিজের ভিয়্যু পয়েন্টে সত্যি, নট বাই ফেক্ট। ভিয়ু পয়েন্ট, ওসব ফেক্ট নয়। By real language, the world is the puzzle itself ! (বাস্তবিক ভাষায়, এই জগত

স্বয়ং এক ধাঁধা ।) ওটা রীয়েল করেক্ট । রীয়েল করেক্ট জান তো মোক্ষ মেলে।

তো রীয়েলাইজ (উপলব্ধি) কিসের করতে হবে ? রীয়েলের রীয়েলাইজ করতে হবে ! রিলেটিভের রীয়েলাইজ করার কোন লাভ নেই ।

প্রশ্নকর্তা : আসল জ্ঞান তো রীয়েলের-ই হয় না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আসলতে তো হয় । কিন্তু ও চার আরবের বস্তিতে 'জ্ঞানী পুরুষ' একলাই জানে । দ্বিতীয় কোন মানুষ জানতেই পারে না । পুস্তকে এমন কথা লেখা যায় না, কারণ সেই কথা অবর্ণনীয়, অব্যক্ত । আত্মা যে হয়, তার বর্ণনা হতে পারে এমন নয় ।

The world is the puzzle itself . (এই জগত স্বয়ং এক ধাঁধা ।) এই পাঁজল যে সল্ভ করে, তাকে পরমাত্মা পদের ডিগ্রী মেলে । আমি এই পাঁজল সল্ভ করে বসে আছি । যার পাঁজল সল্ভ হয়ে গেছে, সে সবার পাঁজল সল্ভ করাতে পারে । যার পাঁজল সল্ভ হয় নি, তারা সব এই পাঁজলে ডিজল্ভ হয়ে গেছে । পাঁজল সল্ভ করে দিলে তো সমস্ত ব্রহ্মান্ডের উপরে বসে গেছ ।

The world is the puzzle itself, এ প্রথম বার এমন কথা বেরিয়ে গেছে, এমন কেউ বলেন-ই নি । নতুন-ই বাক্য, নতুন-ই কথা, নতুন-ই সাইন্স । এই বেসমেন্ট-ই নতুন । কোন দিন জগত যখন এই কথা শুনবে, তখন সব লোক আশ্চর্য হয়ে যাবে ।

প্রশ্নকর্তা : ও রীয়েল জ্ঞান কিভাবে প্রাপ্ত করতে হবে ?

দাদাশ্রী : 'জ্ঞানী পুরুষ' আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে আপনি বলবেন যে 'আমাকে রীয়েলের রিয়েলাইজ করিয়ে দিন', তো সে করিয়ে দেবে ।

প্রশ্নকর্তা : করিয়ে দেবেন ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সব কিছু করতে পারেন ।

প্রশ্নকর্তা : তক্ষুনি করিয়ে দেবেন ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তক্ষুনি, তক্ষুনি ! ছয় মাস লাগাবে না, দুই দিন ও লাগে না । যেমন ও অপারেশনের জন্য ছয় ঘন্টা বসতে হয়, এখানে তো এক ঘন্টাতে অপারেশন করে দিই, within one hour only ! (শুধু এক ঘন্টার ভিতরে !) আমি সবাইকে জ্ঞান দিতে পারি ; জৈন হয়, বৈষ্ণব হয়, মুসলিম হয়, পারসী হয় বা যে কেউ হয় ।

প্রশ্নকর্তা : ওখানে ও তো কোন পার্থক্য নেই ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ওখানে তো কোন মতভেদই হয় না । সব মতভেদ রিলেটিভের ভিতরে আছে, রীয়েলের ভিতরে কোন মতভেদ নেই ।

এক বার রীয়েলের রীয়েলাইজ হয়ে যায় ফের মুক্তি হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : রীয়েল কে রিয়েলাইজ করা কোন সহজ কাজ থোরাই হয় ?

দাদাশ্রী : ও (রীয়েলাইজেশন) কখনো হয় ই না । কখনো 'জ্ঞানী পুরুষ' মিলে যায়, তো তাঁর কাছে হয় । 'জ্ঞানী পুরুষ' প্রত্যক্ষ মেলে আর তাঁর কৃপাতে মিলে যায় । 'জ্ঞানী পুরুষ'-এ ভগবান প্রগট হয়ে গেছেন, চৌদ্দ লোকের নাথ প্রগট হয়ে গেছেন । কিন্তু আমি তো নিমিত্ত, আমি কর্তা নই । নিমিত্ত দ্বারা সব কিছু কাজ হয় ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলেন যে আপনি নিমিত্ত, কিন্তু আপনার জন্যই আমাদের সবার কাজ হয়ে যায় ।

দাদাশ্রী : সে কথা ঠিক । আমার ধারণায় তো আমি নিমিত্ত, কিন্তু আপনারা সবাই আমাকে নিমিত্ত মানতে হবে না । আপনি নিমিত্ত মানেন, তো আপনার কাজ সম্পূর্ণ হবে না ।

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি কি ভাবে ?

আত্মাকে জান ফের দুঃখ কোথাও নেই । আত্মা আপনার উপলব্ধিতে এসে যায়, দর্শনে এসে যায়, ফের কাজ পূর্ণ হয়ে গেছে । এইটুকুই বুঝতে হবে । বড় শাস্ত্রে ও সেটাই লেখেন, যে আত্মাকে জানতে হবে । অন্য কি

লেখে ? সেই কথাই বুঝতে হবে, যে কোন রাস্তায় ভগবান কে ধরে নাও ! সব সাধু-সন্যাসী ভগবানের-ই খোঁজ করছে, কিন্তু ওদের হাতে মেকানিকেল আত্মা এসেছে । এ ফিজিকেল শরীর, তার ভিতরে মেকানিকেল আত্মা আছেন । ওরা মেকানিকেল আত্মাকে 'আত্মা' মানেন । ও ঠিক কথা নয়, সম্পূর্ণ কথা নয় । আত্মা তো অচল, অবিচল । এই সেল্ফের রীয়েলাইজেশন কখনো হয়ই নি আর যে সেল্ফ রীয়েলাইজেশন করেছে, ও রং করেছে । আসল রীয়েলাইজেশন করা হয়, তো ফের পরমাত্মা হয়ে যায় ।

এই শরীর যা দেখা যায় না, ও চেতন নয় । চেতন চেতন ই হয় । এই শরীর যে সারা দিন ব্যবসা করে, জল পান করে, বিয়ে করে, সংসারে যা কিছুই করে, ওসবে চেতন কিছুই করে না । ওতে চেতন ই নেই । ও যা করে, ও শুধু ড্রামেটিক পুতুল, অন্য কিছু নয় আর তাকেই মানে যে , 'আমি আছি, আমি আছি', সেটাই মায়া। অন্য কোন মায়া নেই । যেখানে নিজে নেই, সেখানে 'আমি আছি' বলে আর যেখানে আছে, সেখানে কোন খবর নেই, জানেই না ।

আত্মা প্রাপ্ত করার জন্য লোকে বাইরে ঘুরে-বেড়ায় । কিন্তু ও কিভাবে মিলবে ? যার আত্মা মিলেছে তাঁর কাছে যাও, তো সে আপনার আত্মা যে ভিতরে আছে, তাঁকে খোলা (প্রকট) করে দেন । আমি আমার কিছু দিই না, (আপনার-ই) আপনাকে নিতে হবে । কিন্তু আপনার খেয়ালে নেই যে কোথায় আছে, ও আমি বলে দিই ।

নিজে কে, এই নিজের স্বরূপের ভান হয় নি, সেখান পর্যন্ত 'আমি করি' সেই ভান যায় না । এই জগতে বিকট থেকে বিকট কিছু আছে, তো ও আত্মা জানার কথা অনেক বিকট । আত্মার জন্য সব লোকেরা আলাদা আলাদা কল্পনা করেছে । আত্মা কল্পিত নয় । আত্মা কল্পনা স্বরূপ নয় । জৈনরা আলাদা কল্পনা করেছে, বেদান্তে ও আলাদা কল্পনা করেছে । বেদান্তে তো বলে দিয়েছে যে 'This is not that, this is not that !' ('এ ও নয়, এ ও নয় !) আত্মা জানতে চাও, তো ও এতে (বেদে) নেই, গো টু 'জ্ঞানী'। (জ্ঞানীর কাছে যাও ।) 'জ্ঞানী'র কাছে আত্মা আছে। অন্য কোন জায়গায় আত্মা হতে

পারে না। আত্মা তো সব জায়গায় আছে, কিন্তু আত্মজ্ঞান নেই।

আত্মা কি জিনিস ?

আত্মা সে ই পরমাত্মা, সে ই (আপনি) স্বয়ং। আত্মা জেনে নাও তো অন্য কিছু জানার থাকে না। আত্মা অলখ নিরঞ্জন, তার লক্ষ্য বসে যায় তো সব কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

এই শরীর নিজের নয়, মন নিজের নয়, এই বাণী ও নিজের নয়। আর যা নিজের নয়, তাকেই 'আমার, আমার' করে, এতে কর্মবন্ধন হয়, এতে সংসার চলতে থাকে।

খারাপ করে তো খারাপ ফল ভুগতে হয়। তার থেকে ভাল করা ও ভাল জিনিস। কিন্তু ভাল করা সে ও ভ্রান্তি। তাতে ভাল ফল মিলবে কিন্তু মুক্তি মিলবে না

আত্মা কি ? সে তো ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ ক্ষেত্রের জ্ঞাতা। অন্য কিছু করার না। সব ক্ষেত্র কে জানে, সব জিনিস কে জানে। কিন্তু প্রথমে আত্মার আভাস হতে হবে। এক বার আত্মার আভাস হয়ে যায় তো ফের পরে সব কিছু হতে পারে।

আত্মা কি জিনিস, ও কখনো স্পষ্ট হয় নি। যখন 'জ্ঞানী' থাকেন, তখন ই সব জিনিস স্পষ্ট হয়। সমস্ত জগতের পাঁজল সল্‌ভ হয়ে যায়।

আত্ম অনুভব : জ্ঞান দ্বারা না বিজ্ঞান দ্বারা ?

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞান কি জিনিস ?

দাদাশ্রী : জ্ঞান দুই প্রকারের থাকে। এক জ্ঞান, যে কিছু করতে পারে না, ও শব্দজ্ঞান। শাস্ত্রের ভিতরে, পুস্তকের ভিতরে, বেদান্তের ভিতরে যে জ্ঞান আছে, তাকে জেনে নিলে, কিন্তু সে জ্ঞান ক্রিয়াকারী হয় না। আর

দ্বিতীয় জ্ঞান, সেই জ্ঞান ই কাজ করে। নিজের 'স্বয়ং' এর জ্ঞান জেনে নিলে, ও ক্রিয়াকারী জ্ঞান।

প্রশ্নকর্তা : ক্ষর জ্ঞান বড় না অক্ষর জ্ঞান ?

দাদাশ্রী : ক্ষর জ্ঞান তো ডাক্তারের কাছে আছে, উকিলের কাছে আছে, ও তো সবার কাছে আছে। তো অক্ষর জ্ঞান এর থেকে বড় আর তার থেকে ও বড় অন-অক্ষর জ্ঞান। আমি যে জ্ঞান দিই, ও অন্-অক্ষর জ্ঞান।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু অন্-অক্ষর তো নেগেটিভ হল না ?

দাদাশ্রী : না, অন্-অক্ষর অর্থাৎ যেখানে শব্দ ও নেই। নিঃশব্দ। অক্ষর মানে শব্দ, অক্ষর যত আছে ও শব্দ থেকে পারমানেন্ট আর সেখানে তো শব্দ থেকে পারমানেন্ট চলবে না। এই 'চিনি মিষ্টি' ও শব্দ থেকে পারমানেন্ট, কিন্তু ও বললে আমাদের মিষ্টির স্বাদ আসবে ? অক্ষর এমন হয়। আর 'জ্ঞানী পুরুষ' মিষ্টি মানে কি, তা টেস্ট করিয়ে দেন।

এখানে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান আছে। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান পুস্তকে মেলে না। ও পুস্তকে হয়-ই না (ও অনুভব থেকে জানা যায়)। পুস্তকে তো আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকে।

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞান আর বিজ্ঞানে কি পার্থক্য ?

দাদাশ্রী : এই যে আম হয়, ও কেমন লাগে ? মিষ্টি লাগে তো ? তো 'আম মিষ্টি হয়।' এমন জ্ঞান পুস্তকে থাকে। কিন্তু মিষ্টি কি হয় ? ও পুস্তকে হয় না, ও বিজ্ঞান। 'মিষ্টি' ও কি জিনিস, এই মিষ্টি কেমন হয়, ও পুস্তকে থাকে না, একে অনুভব থেকে জানা যায়, ও আধ্যাত্ম বিজ্ঞান বলা হয়।

ড্রামা কখনো সত্য হতে পারে ?

জগতে এতটুকুই কথা আছে -বান্ধা (বিরোধ), বচকা (হস্তক্ষেপ) আর অজ্ঞান মান্যতা।

'আমি রবীন্দ্র, আমি এর ফাদার', এ সবাই বলে না, ও অজ্ঞান মান্যতা,

রং বিলীফ। রাইট বিলীফ হতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এখন তো সবাই অজ্ঞানেই ঘুরে-বেড়াচ্ছে, এ আমার, এ তোর, এসবই চলে আসছে।

দাদাশ্রী : ও ঠিক কথা কিন্তু আপনি যেমন বলেন, ও তো ব্যবহারের জন্য বলতে হবে, সত্যি করে বলতে হয় না। তো আপনি তো সত্যি করে বলেন। এর নাম জিজ্ঞাসা কর তো ও বলবে যে 'অশোক', কিন্তু ও ভিতরে নিজে বোঝে যে, 'ব্যবহার চালানোর জন্য আমার নাম, আমি স্বয়ং এ নই।' ও ড্রামেটিক থাকে আর আপনি সত্যি করেই করেন।

যেমন ড্রামাতে ভর্তৃহরি রাজা আছে, তো সে, 'আমি ভর্তৃহরি রাজা, এ আমার রাজ্য, এ আমার রানী।' এমন ও কথা বলবে আর ফের 'ভিক্ষা দে পিংলা' এমন ও বলে, কাঁদে। তো সব লোকের দুঃখ হয়, যে আহাহা, এ কত দুঃখ হয়ে গেছে। তাকে খানগী-তে (চুপচাপ) গিয়ে (ব্যক্তিগত রূপে) জিজ্ঞাসা কর তো সে বলবে যে, না ভাই, আমার কোন দুঃখ নেই, এ তো আমাকে ভর্তৃহরির অভিনয় করতে হচ্ছে। অভিনয় না করি তো বেতন থেকে পয়সা কেটে নেবে। 'আমি ভর্তৃহরি না, আমি তো লক্ষ্মীচন্দ।' তো কি সে 'আমি লক্ষ্মীচন্দ, এ কখনো ভুলে যায় ?

প্রশ্নকর্তা : ভুলবে না।

দাদাশ্রী : আর আপনি নিজে কে, ও ভুলে গেছেন। প্রথমে আমি নিজে কে, ও জানতে হবে, ফের ড্রামেটিক থাকতে হবে।

ব্যবহারের নিরীক্ষক-পরীক্ষক কে ?

দাদাশ্রী : আপনি কে ?

প্রশ্নকর্তা : আত্মা।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ , ঠিক আছে। এখন কোন লোক আপনাকে গাল দেয় তো আপনার ইফেক্ট হয় ?

প্রশ্নকর্তা : ব্যবহারে হয়।

দাদাশ্রী : তো আপনি আত্মা নয়, আপনি রবীন্দ্র হয়ে গেছেন। যে আত্মা, তো তার গাল লাগে না। পুদ্গলের ডাক আত্মা নেবার নয়। অত্মার ডাক পুদ্গল নেবার নয়। দুজনের ডাক আলাদা হয়। আমাকে কেউ গাল দেয়, যা কিছু করে, তো ও আমি নই। ও পুদ্গল, তাঁর নাম A. M. Patel . (এ. এম. প্যাটেল.)। এই A. M. Patel. এর সাথে আমার ছাব্বিশ বছর থেকে কি সম্বন্ধ ? ও আমার প্রথম প্রতিবেশী এমন। আর ওর মালিক আমি নই, আমার মালিক এই পুদ্গল নয়, আমরা দুজন প্রতিবেশী।

এই বলছে, সে কে ?

এ অরিজিনেল টেপরেকর্ডার। আমি এই বাণীর ছাব্বিশ বছর থেকে মালিক নই। আমি নিজেতেই থাকি, হোম ডিপার্ট্মেন্টেই থাকি। ফরেন ডিপার্ট্মেন্টে যাই ই না। ফরেনের কথা চলতে থাকলে, ও সব দেখতে থাকি ব্যবহারে সব ফরেন ই।

প্রশ্নকর্তা : ব্যবহারে সব ফরেন কিভাবে হয় ?

দাদাশ্রী : ও সব ফরেন ই হয়। আপনি ফরেন কে হোম মানেন। কিন্তু ও তো ফরেন, তো হোমের কাজ কখন হবে ? আমি তো হোমে থাকি আর ফরেনের কাজ ও করি। এখন ফরেনের কাজ চলছে, এতে আমি দেখা-শোনা রাখি। নিরীক্ষক থাকি আর পরীক্ষক ও থাকি। এই টেপরেকর্ডার কি বলছে, তার আমি পরীক্ষক ও। আমি আলাদা, এ আলাদা।

মহত্বতা, ভৌতিক জ্ঞানের না স্বরূপ জ্ঞানের ?

প্রশ্নকর্তা : আমার Numerology, Astrology (নিউমেরলজি, এস্ট্রোলজির)-র জ্ঞান কিছু সময়ে খুলে যাবে, এমন আমার মনে হয়।

দাদাশ্রী : Numerology, Astrology (সংখ্যাতত্ব/সংখ্যাজ্যোতিষ, জ্যোতিষশাস্ত্র) ও সব সাব্জেক্ট, ও প্রকাশ নয়। প্রকাশ তো এ হয় যে, 'আমি স্বয়ং আত্মা, শুদ্ধাত্মা' আর এর থেকে প্রকাশ হয়ে যায়। সেই প্রকাশে সব

দেখতে পারবে। আত্মার (কেবল) জ্ঞান খুলে (প্রকট) যায় তো সব জ্ঞান খুলে যায়। আত্মার জ্ঞান সে ই জ্ঞান, সে ই প্রকাশ, যা থেকে সব প্রকাশ হয়ে যায়।

আমি দেখে বলি, পুস্তকে পড়ে বলি না। আমাকে লোকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কোথা থেকে (পড়ে) বলেন। আমি বলেছি যে আমি দেখে বলি। এই কথা, এখানের একটা শব্দ ও পুস্তকে পড়া নয়। এ 'অক্রম বিজ্ঞান'। জগতে দশ লাখ বছরে এক বার হয়। নয় তো, এমন অক্রম তো হয় ই না। এতে তপ-ত্যাগ কিছু করতে হয় না। 'অক্রম জ্ঞানী'র কাছে এসে যায়, তার কাজ পুরা হয়ে গেল।

আপনি যাকে জ্ঞান বলেন, সেই লাইটকে সত্যি লাইট গণনা করা হয় না। সত্যি লাইট হয়ে যায়, তো তাতে সবার আকর্ষণ হয়ে যায় আর চিরদিনের অন্তর শান্তি ও হয়ে যায়। সেইজন্য প্রথমে আত্মার-ই জ্ঞান জানবে, অন্য সব জানেন ও ঠিক কথা, কিন্তু প্রথমে এই লাইট হয়ে যায়, তো সব (প্রকারের জ্ঞানপ্রাপ্তির) প্রস্তুতি হয়ে যায়। তোমার যা জানার ছিল, সেই সব জ্ঞান এখন খোলা (প্রকট) হয়ে যাবে। কিন্তু সত্যি জানার জন্য কি ছিল ? নিজের স্বয়ং-এর স্বরূপ, সে ই প্রকাশ আর জগতে সেই প্রকাশ থেকেই সব দেখা যায় আর প্রকাশের বিনা যা দেখেছ, ও বুদ্ধি দ্বারা দেখেছ। প্রকাশ দ্বারা দেখে নেওয়া কথা সত্যি। বুদ্ধি দ্বারা দেখা কথা সত্যি নয়। যার বুদ্ধি বেড়ে গেছে সে নির্বোধ হয়ে যায়। ফের একেবারে নির্বোধের মত ঘুরে-বেড়ায়। সেইজন্য বুদ্ধির বেশী ফায়দা নেই। আমি বুদ্ধি ছেড়ে দিয়েছি, আমি অবোধ। আমার বুদ্ধি এতটুকু ও নেই, আমি তো 'জ্ঞানী'

বুদ্ধি থেকে কি হয় ? ইমোশনেল হয়। ফের ইমোশনেল মানুষ নির্বোধ হয়ে যায়। বুদ্ধি সংসার থেকে বাইরে বেরোতে দেয় না। বুদ্ধি তো কি বলে? লাভ আর লোকসান। জ্ঞানপ্রকাশ ই সত্য কথা। আমি আপনাকে যে জ্ঞানপ্রকাশ দিয়েছি, তার থেকে আপনার অন্য সব জ্ঞান হাতে এসে যাবে আর ও সব পুরা হয়ে যাবে।

হিন্দুস্থানে সব প্রকারের বিদ্যা আছে, জ্ঞান নেই। কত প্রকারের বিদ্যা আছে আর কত প্রকারের অবিদ্যা আছে, কিন্তু সেই জ্ঞান নেই।

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞান তো বিদ্যা-অবিদ্যা থেকে আগের কথা না ?

দাদাশ্রী : বিদ্যা-অবিদ্যা ও অহংকারী জ্ঞান আর আত্মজ্ঞান তো নিরহংকারী জ্ঞান। যেখান পর্যন্ত অহংকারী জ্ঞান আছে, ও বিদ্যা। আপনার যে কোন অহংকারী জ্ঞান আছে, ও সব বিদ্যা আর নিরহংকারী জ্ঞান তো জ্ঞান। তার ভেদ তো বুঝতে হবে যে জ্ঞান কি জিনিস, বিদ্যা কি জিনিস, অবিদ্যা কি জিনিস ? অবিদ্যা থেকে দুঃখ হয় আর বিদ্যা থেকে সুখ আর জ্ঞান থেকে আমরা 'স্বয়ং' ই হয়ে যাই।

জ্ঞান-অজ্ঞান-এর ভেদ !

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞান এক হয় কি আলাদা আলাদা হয় ?

দাদাশ্রী : সব জীবের ভিতরে জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান এক ই হয়। কিন্তু উদিত সূর্য্য, সে ও সূর্য আর অস্তগামী সূর্য্য সে ও সূর্য্য। ও সূর্য্য তো এক ই হয়, এমনি জ্ঞান ও এক ই হয়। ধর্মের জ্ঞান আর অধর্মের ও জ্ঞান কিন্তু জ্ঞান এক ই হয়। ধর্ম আর অধর্ম তো আপনার মনে হয়, আমার এমন মনে হয় না। আমি তো একটাই, জ্ঞান-ই দেখি। আপনার তো দ্বন্দ্ব আছে না ?

প্রশ্নকর্তা : যে সত্মার্গে চলে, তাকে জ্ঞান বলে আর যে কুমার্গে চলে, তাকে অজ্ঞান বলে। অজ্ঞান মানে এর কাছে জ্ঞান নেই।

দাদাশ্রী : এমন ভগবান বলেন নি। জ্ঞান-অজ্ঞানের ভেদ করেছে, ও কি পর্যন্ত ভেদ, সে আমি বলে দিচ্ছি। যে ধর্ম জানে, ভাল কাজ করে সে ও জ্ঞান আর যে খারাপ কাজ করে, সে ও জ্ঞান, কিন্তু দুটোই 'অজ্ঞান'-ই হয়। আত্মা জেনে নিলে, নিজেকে জেনে নিলে, সে জ্ঞান-ই 'জ্ঞান'। এই জ্ঞান-অজ্ঞানের ভেদ আমি বললাম। কিন্তু অজ্ঞান এ ও জ্ঞান।

প্রশ্নকর্তা : যখন অজ্ঞান-ই থাকে তো আত্মা কি জানবে ?

দাদাশ্রী : না, 'অজ্ঞান' কোন খারাপ জিনিস নয়, সে ও জ্ঞান। যেমন অস্তগামী সূর্য্য আর উদিত সূর্য্য, ও সূর্য ই হয়। আত্মার স্বরূপ জানে, সে ই 'জ্ঞান' বলা হয়। আত্মার স্বরূপ জানে নি, কিন্তু বাকী সব জিনিস জেনেছে তো ফের ও 'অজ্ঞান' বলা হয়। আত্মার ব্যতিরেক সব জানে তো ও 'অজ্ঞান' বলা হয়। এমন এর ভেদ বলেছি, কিন্তু জানপনা (স্বয়ং কে জানা) ও জ্ঞান ই হয় আর সে ই আত্মা। জ্ঞান আছে, সে ই আত্মা, অন্য কোন আত্মা নেই। আত্মা এমনি হাতে ধরা যাবে এমন জিনিস নয়। ও তো আকাশের মত। আকাশের মত সূক্ষ্ম।

কি আপনি 'নিজের' ধর্মে আছেন ?

প্রশ্নকর্তা : মনুষ্য ভবের লক্ষ্য তো আত্মসাক্ষাৎকার ই না ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আত্মসাক্ষাৎকারের জন্যই এই মনুষ্য দেহ মিলেছে আর ও ভারতেই হতে হবে, অন্য জায়গায় নয়। ভারত ছাড়া অন্য সব দেশে লোকে পূনর্জন্ম ও বোঝে না। ভারত দেশে পূনর্জন্ম নিজে তো বুঝে যায়, কিন্তু অন্যকে বোঝাতে পারে না যে পূনর্জন্ম আছে।

প্রশ্নকর্তা : গীতাতে ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন যে, আমাকে তত্ব রূপে যে কেউ জানে-বোঝে তো ফের তার পূনর্জন্ম হয় না।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ও কি বলে যে 'আমাকে তত্ব দ্বারা যে জানে, তার পূনর্জন্ম হয় না।' তত্বকে জানলে সব উইকনেস চলে যায়, ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ সব চলে যায়।

গীতা আপনি পড়েছেন ? তাতে বলেছে না যে,

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য, মাম্ একম্ সরণম্ ব্রজ।" ও কোন ধর্ম কে পরিত্যজ্য বলেন ?

প্রশ্নকর্তা : জগতে যে সব ধর্ম আছে সেই সব কে।

দাদাশ্রী : ও কোন টা, কোন ধর্ম ?

প্রশ্নকর্তা : ক্রিশ্চিয়ান, ইসলাম, হিন্দু ইত্যাদি সব ধর্ম।

দাদাশ্রী : আর কোনটা ?

প্রশ্নকর্তা : আর মানব ধর্মকে ও ধর্ম বলে, সে সবকে ছেড়ে আমার শরণে এসে যা।

দাদাশ্রী : সে এমন বলেন নি। সে কি বলেন ? এই কান হয়, তার ধর্ম কি ?

প্রশ্নকর্তা : শোনার।

দাদাশ্রী : শোনা কানের ই ধর্ম কি আপনার নিজের ধর্ম ?

প্রশ্নকর্তা : কানের ধর্ম।

দাদাশ্রী : আর দেখা ?

প্রশ্নকর্তা : চোখের।

দাদাশ্রী : আর ঘ্রাণ নেওয়া ?

প্রশ্নকর্তা : নাকের ।

দাদাশ্রী : আর স্পর্শের ?

প্রশ্নকর্তা : ত্বকের।

দাদাশ্রী : এই যে জ্ঞান আছে শোনার, ও কানের ধর্ম। তাকে 'আত্মা' কি বলে যে 'আমি শুনি।' এতে 'আসল আত্মা (মূল আত্মা)' বলেন না, কিন্তু যে অজ্ঞানতা আছে না, 'অজ্ঞান আত্মা' ও কি বলে যে 'আমি শুনি, আমি দেখি, আমি খাই, এমন আমি, আমি করে।' যে কানের ধর্ম, ও আপনার ধর্ম নয়। ওর উপরে আরোপ করবে না। আপনি নিজের ধর্মে এসে যান।

তাহলে মাইন্ডে-এর ধর্ম কি ? মাইন্ডে-এর শুধু বিচার করা, চিন্তা করাই ধর্ম আর বলে কি 'আমি বিচার করেছি।'

বুদ্ধির ধর্ম কি ? ডিসিশন নেওয়া। যে কোন জিনিস আসে তো তার ডিসিশন করা তো বুদ্ধির ধর্ম। কিন্তু সব লোকেরা বলে যে 'এই ডিসিসন আমি নিয়েছি।'

চিত্তের ধর্ম কি ? চিত্তের ধর্ম ঘোরা। মাইন্ড তো শরীরের বাইরে কখনো যায় না। চিত্ত-ই বাইরে বের হয় আর চিত্ত ওখানে অফিসে গিয়ে টেবিল-টেলিফোন সব দেখতে পারে, দেখে ফিরে আসে।

আর ইগোইজ্‌ম-এর ধর্ম কি ? আপনি কিছু করবেন তো, ও সব ইগোইজ্‌মের ধর্ম, কিন্তু ও 'আত্মা' বলে যে, 'এ আমি করেছি।'

এমন এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় আর মন-বুধি-চিত্ত আর অহংকার, ও সব নিজের ধর্ম-তেই আছে। সেই সব ধর্মকে 'আত্মা' বলে যে 'এই সব আমার ই ধর্ম।' সেইজন্য 'সর্ব ধর্ম পরিত্যজ্য আর আপনি নিজের ধর্ম-তে এসে যান' এমন বলে। কিন্তু নিজের ধর্ম কোথা থেকে (প্রাপ্ত) করবে ? ও আত্মজ্ঞান বিনা হতে পারে না আর আত্মজ্ঞান 'আত্মজ্ঞানী' বিনা হতে পারে না। আত্মজ্ঞান হতে হবে এমন সবাই জানে, কিন্তু 'আত্মজ্ঞানী'র বিনা ফের কি করবো ? তো সেল্ফ রীয়েলাজেশন করে নেয় তো ফের আত্মধর্মে এসে যায়। বাকী তো, ও সব নিজের ধর্মতেই আছে।

সংসারে মোক্ষ !

প্রশ্নকর্তা : মোক্ষকে আমরা উচ্চ মানের ই মেনেছি না ?

দাদাশ্রী : উচ্চ মানের নয়, সেটাই অন্তিম মানের, সেটাই আমাদের ধর্ম। আমাদের নিজের স্বরূপ ই মোক্ষ।

প্রশ্নকর্তা : মোক্ষের জন্য সবাই প্রযত্ন করে যাচ্ছে তো মোক্ষে অবশেষে কি সুখ আছে ?

দাদাশ্রী : বন্ধনের স্বরূপ তো জানা যায়, সেই বন্ধনে যখন কোন রোগ হয়, ব্যবসায় ক্ষতি হয়, লোকসান আসে, তখন তার খুব অশান্তি হয়ে যায়। আর ব্যবসায় যখন পয়সা আসে, তো তার আনন্দ হয়। সুখ আর দুঃখ –

দুটোই কল্পিত। বাস্তব সুখ নেই। যে কাজ করার ইচ্ছা নেই, যে কাজ না করতে চায়, সেই কাজ ও করতে হয়। কখনো বস কিছু বলে দেয় তাতে ও অসুবিধা হয়ে যায়। কখনো ফৌজদার মেলে, অন্য কেউ মেলে তো অসুবিধা হয়ে যায়। তো সেই ফৌজদারের আমাদের বন্ধন লাগে। এমন গভর্নমেন্টের বন্ধন লাগে, ইন্‌কমট্যাক্সের বন্ধন লাগে, ঘরের, বৌ-এর, সবার। যখন অসুবিধা হয়, তখন বন্ধন লাগে। আপনার এই বন্ধন লাগে কি না ? এটা বন্ধন এমন জাগৃতি ও নেই সব লোকের ?! এইসব বন্ধন এমন জাগৃতি নিজের হতে হবে। আর মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি। সংসারের বন্ধনে থেকে ও মুক্তি মনে হতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : মোক্ষ মানে কি ?

দাদাশ্রী : দুই প্রকারের মোক্ষ হয়। এক, সিদ্ধ গতির মোক্ষ। সেখানে পুদ্গল নেই। ও আসল মোক্ষ, একেবারে সাচ্চা মোক্ষ, ১০০% করেক্ট। দ্বিতীয়, এখানে শরীরের সাথে মোক্ষ ও থাকে। এতেও দুই প্রকারের মোক্ষ হয়। এই 'জ্ঞান' নেয় তখন প্রথম মোক্ষ হয়ে যায়, সংসারী দুঃখের অভাব। কোন দুঃখ ই নেই। কেউ গাল দেয়, কেউ মারে তাতে ও দুঃখ হয় না আর ফের এর থেকেও আগে স্বাভাবিক সুখের সদ্ভাব হয়, ও যা আমার হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা : দুঃখের অভাব হয়, তো ফের সুখের সদ্ভাব তো আসবেই।

দাদাশ্রী : সুখের সদ্ভাব তো অনেক সময় পরে আসবে। আমার এসে গেছে। এই সব 'মহাত্মা' দের আসে নি। কিন্তু এদের দুঃখের অভাব হয়ে গেছে। জগত কি চায় ? আমার দুঃখ না হয়। ব্যাস, অন্য কিছু না। এই জ্ঞানের সামনে সংসারী দুঃখ-ই থাকে না, এমন হয়ে যায়। স্বাভাবিক সুখের সদ্ভাব তো জ্ঞানী পুরুষের একলাই থাকে।

প্রশ্নকর্তা : ও কিভাবে হতে পারে ?

দাদাশ্রী : এইসব বিজ্ঞান। বীতরাগ বিজ্ঞান !!! চব্বিশ তীর্থঙ্করের বিজ্ঞান তো এত বড় ভারী। এখনো জগত তো বীতরাগ বিজ্ঞানের এক অংশ ও দেখে নি।

প্রশ্নকর্তা : মোক্ষের আনন্দ কেমন হয় ? কেমন করে বলা যায় যে এ মোক্ষের আনন্দ ?

দাদাশ্রী : ও আনন্দ আমাদের সম্পূর্ণ কখন অবগত হয় যখন বাইরে থেকে অনেক উপসর্গ আসে নয় তো অনেক বড় কষ্ট আসে সেই সময় জ্ঞানে থাকে, ও দুঃখ হওয়ার সময় ছিল, কিন্তু সেই সময় দুঃখ হয় না আর ভিতরে আনন্দ হয়, তো ও আত্মার আনন্দ। এখন সৎসঙ্গে কথা-বার্তা বলি আর ভৌতিক কোন জিনিস নেই তো এই যে আনন্দ, সে ও আত্মার আনন্দ। এখানে অহংকারের তো কথাই নেই, সব আত্মার ই কথা, তো যে আনন্দ হয় না, সেটাই আসল আনন্দ। সেই আনন্দ পূর্ণ রূপে কখন মেলে যে যখন চারিত্র হয়। সংসারে থেকে ফের চারিত্র গ্রহণ করে, তখন সেই আনন্দ দেখা যায়।

সাধ্যপ্রাপ্তি তে 'আবশ্যক' কি ?

দাদাশ্রী : কখনো মোক্ষের ইচ্ছা হয় কি না ?

প্রশ্নকর্তা : আমার মত সাধারণ লোকের মোক্ষপ্রাপ্তি কোথা থেকে হবে ? আমি তো কিছু ধর্মধ্যান হয়ে যায় এমন করি আর আর্তধ্যান না হয়ে যায় এমন করি।

দাদাশ্রী : আপনার কথা একেবারে ঠিক। আর্তধ্যান-রৌদ্রধ্যান একেবারে থাকতে হয় না। কিছু না কিছু ধর্মধ্যান থাকা উচিৎ। কিন্তু 'জ্ঞানী পুরুষ' মিলে যায় তো মোক্ষের ইচ্ছা করা চাই। 'জ্ঞানী পুরুষ' মোক্ষ দিতে পারেন। সে মোক্ষতেই থাকেন। এমনি সাধারন লোকের মতই দেখায়, কিন্তু এই শরীরে তিনি থাকেন ই না, সে দেহের প্রতিবেশীর মত থাকেন। সে মোক্ষ দিতে পারেন। 'জ্ঞানী পুরুষ' না মেলে, তো কোন না কোন হেল্প নেওয়া উচিৎ যে আমাদের আর্তধ্যান-রৌদ্রধ্যান না হয়। একেই ভগবান 'ধর্মধ্যান' বলেছেন। আপনার এর আগের কিছু দরকার তো আমি বলে দেব।

প্রশ্নকর্তা : আকুলতা না হয় আর নিরাকুলতা থাকে, সেটাই চাই।

দাদাশ্রী : ব্যাস, ব্যাস, নিরাকুলতা সেটাই লক্ষ্য চাই। ঠিক আছে, নিরাকুলতাই চাইবে, জগত সমস্ত আকুল-ব্যকুল হয়।

জগতের লোকদের নিরন্তর আকুলতা-ব্যকুলতা হয়, শান্তি থাকে না। সেই অশান্তিতে নতুন কর্ম পাপের বাঁধে আর শান্তি হয় তো ফের নতুন কর্ম পুণ্যের বাঁধে। কিন্তু কর্ম বাধেই আর এই মহাত্মারা আছেন, ওদের আমি 'জ্ঞান' দিয়েছি, এরা কর্ম বাঁধে না। এরা খাওয়া-দাওয়া সব কিছু করেন তবুও কর্ম বাঁধে না। ফের আকুলতা-ব্যকুলতা একটুও হয় না, নিরন্তর আনন্দ থাকে। কারণ ছাড়ার ছিল অহংকার-মমতা, ও সব ছেড়ে দিয়েছে আর গ্রহণ করার ছিল নিজ স্বরূপ, ও গ্রহণ করে নিয়েছে। জানার ছিল ও সব জেনে নিয়েছে। হেয়, উপাদেয়, জ্ঞেয় সব সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। নয় তো লাখ জন্ম ত্যাগ করে তবুও আত্মা মেলে এমন জিনিস নয় আর 'জ্ঞানী পুরুষ'-এর কৃপাতে এক ঘন্টাতে আত্মা মিলে যায়, কারণ 'জ্ঞানী পুরুষ' কে মোক্ষ দাতা বলা হয়, মোক্ষের দান দিতে এসেছেন, দান নেবার লোক চাই।

আমি যা বলি, তার মূল্য আপনার উপলব্ধিতে এসে যেত তো আপনি আমাকে ছাড়তেন ই না। কিন্তু আপনার মূল্য উপলব্ধিতে আসে নি আর উপলব্ধিতে আসবে না।

প্রশ্নকর্তা : এখন তো সংসারের চক্কর আছে।

দাদাশ্রী : না, সংসারের চক্কর তো সবার হয়। কিন্তু মিথ্যাত্ব বেশী বেড়ে গেছে। এতে সত্য কথা শুনতে পায় তবুও বুঝতে পারে না। সত্যি কথা, ধর্মের কথা, দৃষ্টিতেই আসে না। অন্য ট্রিকের সব কথা বুঝে যাবে। যেখানে ট্রিক কম আছে, ও ধর্মের সব কথা বুঝে যায়। আপনার কাছে সরলতা আছে ? কোমলতা, মৃদূতা, মার্দবতা ও সব আছে ? সরলতা কাকে বলা হয় যে যেমন ঘোরাবে তেমন ঘুরে যায়। আপনি তো মেশিন আনেন তবুও মুড়তে পারবেন না। ফের আপনি কি করবেন ?

প্রশ্নকর্তা : আমাদের তো এখন মিথ্যাত্ব আছে না ?

দাদাশ্রী : না, মিথ্যাত্ব সবার হয়, কিন্তু আপনার তো মিথ্যাত্ব গুণস্থানক। সবার তো মিথ্যাত্ব গুণস্থানক ও নেই, অজ্ঞ গুণস্থানক। কারণ

আপনি তো জানেন যে মোক্ষ আছে, মোক্ষের মার্গ আছে আর বীতরাগ ভগবান মোক্ষে নিয়ে যাবার জন্য আছেন । এইটুকু কথা আপনার উপলব্ধিতে এসে গেছে আর আপনার শ্রদ্ধাতে এসে গেছে, তো আপনার মিথ্যাত্ব গুণস্থানক হয়ে গেছে। অন্য লোকদের তো মোক্ষে কে নিয়ে যাবেন, সেটাও জানা নেই। আরে, মোক্ষকে বোঝেই না।

কি পছন্দ ? সিঁড়ি না লিফ্ট ?

প্রশ্নকর্তা : মোক্ষে যাবার জন্য কি করতে হবে ?

দাদাশ্রী : ভগবান গীতা তে, রামায়ণে বলেছেন যে মোক্ষে যাবার জন্য আত্মা প্রাপ্ত করতে হবে। কিন্তু আত্মা পুস্তকে লেখা যায় না। অবর্ণনীয়, অব্যক্ত । 'জ্ঞানী পুরুষের কাছে আত্মা আছে আর সে মোক্ষের জন্য 'লাইসেন্সদার' ।

মোক্ষ প্রাপ্ত করার জন্য দুটো মার্গ আছে। এক ক্রমিক মার্গ আর দ্বিতীয় অক্রম মার্গ। চব্বিশ তীর্থঙ্করের যে সাইন্স ছিল, ও ক্রমিক ছিল। ঋষভদেব ভগবানের কাছে ক্রমিক আর অক্রম, দুটো মার্গের জ্ঞান ছিল। ঋষভদেব ভগবান ভরত চক্রবর্তী কে রাজ্য চালাতে বলেছিলেন । তখন ভরত রাজা বলেন যে, 'আমার ও মোক্ষে যাবার ইচ্ছা আছে। আমাকে ও দীক্ষা দিয়ে দিন। আমার এই চক্রবর্তী রাজ চাই না।' কিন্তু ভগবান বলেন যে, 'না, আপনাকে রাজ করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে, আপনি নিমিত্ত। তো আপনি রাজ করুন, যুদ্ধ করুন, কিন্তু আপনাকে এমন জ্ঞান দেব যে এই সব করতে করতে ও আপনার মোক্ষ এক ক্ষণ ও যাবে না।' সেই 'অক্রম বিজ্ঞান' দিয়েছিলেন। তেরো'শ রানী ছিল, চক্রবর্তীর রাজ ছিল, কিন্তু তাঁর একটাও কর্ম বাঁধতো না। আপনার কত রানী আছে।

প্রশ্নকর্তা : এক ই আছে।

দাদাশ্রী : একজনই রানী আছে তবুও তার সাথে ঝগড়া হয় ?! ঋষভদেব ভগবানের সময় যে অক্রম মার্গ ছিল, সে ই এই অক্রম মার্গ, কিন্তু এখন উদয়ে এসেছে আর আমি তার নিমিত্ত। এ 'অক্রম বিজ্ঞান' । বড়

সিদ্ধান্ত। ভগবানের জ্ঞান, সে ই এই জ্ঞান। প্রকাশ তো সেটাই আছে কিন্তু মার্গ আলাদা। ভগবানের 'ক্রমিক মার্গ' ছিল, এ 'অক্রম' মার্গ'। ক্রমিক মার্গ মানে স্টেপ বাই স্টেপ উপরে ওঠার। যত পরিগ্রহ কম করে দেবে, তত স্টেপ উপরে উঠে যাবে আর দশ হাজার স্টেপ উঠে যাও তো ফের কোন চেনা-জানা মিলে যায় তো যে চল এখানে কেন্টিনে, তো ফের তিন হাজার স্টেপ নীচে নেমে যায়। এভাবে মোক্ষে যাবার জন্য স্টেপ উঠতে-নামতে, উঠতে-নামতে এগিয়ে যাবে। কিন্তু মোক্ষে যাবার সম্পূর্ণ রাস্তা মেলে না। এ তো এই লিফ্ট মার্গ বেরিয়েছে। আপনার কোন রাস্তা পছন্দ ? সিঁড়ি না লিফ্ট ?

প্রশ্নকর্তা : লিফ্ট-ই পছন্দ আসবে তো ?

দাদাশ্রী : এটা লিফ্ট মার্গ। এতে তপ-ত্যাগ কিছু করতে হয় না। শুধু আমার আজ্ঞাতে থাকতে হয়। এই আজ্ঞা সংসারে কোন ধরনের বাঁধা করে না। এক বা দুই জন্মে মোক্ষ হয়ে যায়। কিন্তু প্রথম মোক্ষ এখানেই, এই মনুষ্য জন্মতেই হয়। মোক্ষ, মানে সব দুঃখের অভাব হতে হবে। প্রথম মোক্ষ এটাই, ফের সব কর্ম পুরা হয়ে যায় তো সিদ্ধগতিতে চলে যায়, ও দ্বিতীয় (অন্তিম) মোক্ষ।

'অক্রম মার্গ' এ এক ঘন্টাতে আপনার সব পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়, দিব্যচক্ষু মিলে যায় আর আত্মজ্ঞান ও মিলে যায়। মুক্তিসুখ এখান থেকেই শুরু হয়ে যায়। আপনি সার্ভিস ও করতে পারেন, পত্নীর সাথে ঘুরে-বেড়াতেও পারবেন, সিনেমা ও যেতে পারেন!!! সংসার আপনার ড্রামেটিক (নাটকীয়) চলবে। আর ড্রামেটিক কে দ্বন্দ্ধাতীত বলা হয়।

ক্রমিক মার্গে সব কিছু ত্যাগ করতে হয়। পরিগ্রহ কম করতে করতে যেতে হয়। সব বাহ্য পরিগ্রহ নিঃশেষ হয়ে যায়, ফের ভিতরে ক্রোধ-মান-মায়া-লোভের একটাও পরমাণু থাকে না। অহংকারে ও এক পরমাণু ক্রোধ-মান-মায়া-লোভের থাকে না আর সম্পূর্ণ শুদ্ধ অহংকার হয়, তখন 'শুদ্ধাত্মা পদ' প্রাপ্ত হয়।

'অক্রম মার্গ'-এ তো (জ্ঞানী পুরুষের কৃপাতে) এক ঘন্টাতেই আপনার সব ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ নিঃশেষ হয়ে যায় আর অহংকার সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়ে যায়, তবেই আপনার নিরন্তর 'আমি শুদ্ধাত্মা' এমন লক্ষ্য বসে যায় !!! 'অক্রম মার্গ' দশ লাখ বছরে এক বার বের হয়। এতে যার টিকিট মিলে গেছে, তার কাজ হয়ে গেছে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু যা সহজে মেলে, তার মূল্য ও থাকে না না ?

দাদাশ্রী : কিন্তু এ তো এত সহজে ও মেলে না না ? এর জন্য অনেক প্যুণ্যের দরকার। এর টিকিট ও লিমিটেড। এই জ্ঞান পাব্লিকের জন্য নয়, প্রাইভেট। টিকিট পুরা হয়ে যাওয়ার পরে কেউ এই জ্ঞান পেতে পারে না। কারণ এই টিকিট তার পুণ্য থেকে মেলে। এ প্রত্যেকের জন্য নয়। এ তো পুণ্যের বদলে মেলে। এমন মুফতে মেলে না। কোটি জন্মের পুণ্য হয়, তখন 'জ্ঞানী পুরুষ'- এর দর্শন হয়।

প্রশ্নকর্তা : এই জ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য আমার মধ্যে কি পাত্রতা হওয়া চাই।

দাদাশ্রী : আমাকে সাক্ষাত করেছেন সেটাই আপনার পাত্রতা। বাকী এই কলিযুগে কেউ পাত্র ই নেই। ৩৩% এ পাস হয়। এখানে তো সব মাইনাসের-ই আসে। এই কালে পাত্র কোথা থেকে আনবে ? আপনি আমাকে সাক্ষাৎ করেছেন সে ই আপনার পাত্রতা। নয় তো আপনি কিসের আধারে আমাকে মিলেছেন ? কত লোককে তো আমি সিঁড়িতে দেখেই বলে দিই যে এখানে তো আসছে, কিন্তু ভিতর পর্যন্ত আসতে পারবে না। যার পুণ্য হয়, সে ই আসতে পারবে, অন্যরা নয়।

শুক্লধ্যান এই কালে (সম্ভব) নয়। কিন্তু এই 'অক্রম মার্গ', অপবাদ মার্গ, সেজন্য এখানে শুক্লধ্যান হয়। 'ক্রমিক মার্গ'-এ এই কালে শুক্লধ্যান হয় না। 'ক্রমিক মার্গ'-এ এখন ধর্মধ্যান পর্যন্ত যেতে পারে। অনেক লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, আপনি 'অক্রম মার্গ' কেন বের করেছেন ? তো আমি বলে দিয়েছি যে 'ক্রমিক মার্গ'-এর বেসমেন্ট পচে গেছে, সেইজন্য প্রকৃতি ই এই অক্রম মার্গ ওপেন করেছে। এ আমি বের করি নি। ক্রমিক

মার্গের বেসমেন্ট (ভিত্তি) পচে গেছে, মানে কি ? মন-বচন-কায়ার একাত্মযোগ যখন পর্যন্ত আছে, তখন পর্যন্ত ক্রমিক মার্গ চলতে পারে। মন-বচন-কায়ার একাত্মযোগ, অর্থাৎ মনে যা আছে, তেমন ই বাণীতে বলে আর তেমন ই বর্তন করে। এমন এই কালে আছে ?

প্রশ্নকর্তা : কারোর-ই নেই।

দাদাশ্রী : সেই জন্য ক্রমিক মার্গ এখন চলতে পারে না। তো প্রকৃতি এই অক্রম মার্গ খুলে দিয়েছে। আমি এর নিমিত্ত হয়ে গেছি। এ অক্রম বিজ্ঞান, ও সব সাফোকেশন (দমবন্ধ) কে ফ্রেক্চার করে দেয়। এই বিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিজ্ঞান আর প্রকট বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান দ্বারাই ভ্রান্তি ভেঙ্গে যায়। সমস্ত জগতের অনুকুল হয়, এমন এই বিজ্ঞান, সম্পূর্ণ, সমগ্র, পুরা অবিরোধাভাসী আর সৈদ্ধান্তিক। সমগ্র সিদ্ধান্ত আছে এতে, আর স্বাদবাদ ও হয়, অনেকান্ত, কোন প্রকারের এতে আগ্রহ নেই।

প্রশ্নকর্তা : স্বাদ-এর কোন বাদ না হওয়া চাই।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, স্যাদবাদে কোন বাদ চাই না, নয় তো একান্তিক হয়ে যাবে। এ তো অক্রম বিজ্ঞান, সম্পূর্ণ স্যাদবাদ। সব লোকদের, পারসী কে, মুসলিম কে, সবার অনুকুল হয়। একান্তিকের অর্থই সংসার আর স্যাদবাদ, অনেকান্ত তার নামই মোক্ষমার্গ।

মোক্ষে যাবার জন্য দুটো রাস্তাই আলাদা। মোক্ষের জন্য ত্যাগ করার আবশ্যকতা নেই। ত্যাগ তো সব লোকের দ্বারা হতে পারে না। ও তো কিছু মানুষ দ্বারা ত্যাগ হতে পারে। তো যার দ্বারা ত্যাগ হতে পারে না, তার জন্য তো মোক্ষের অন্য রাস্তা তো আছে না ? ভগবান সব রাস্তা রেখেছেন। ক্রমিক মার্গে সব ত্যাগ করতে করতে মোক্ষে যেতে হবে। এ অক্রম মার্গ, এখানে কিছু ত্যাগ করতে হবে না।

- জয় সচ্চিদানন্দ

শুদ্ধাত্মার প্রতি প্রার্থনা

(প্রতিদিন একবার বলবে)

হে অন্তর্যামী ভগবান ! আপনি প্রত্যেক জীবমাত্রে বিরাজমান, সেভাবে আমার মধ্যেও বিরাজমান। আপনার স্বরূপেই আমার স্বরূপ। আমার স্বরূপ শুদ্ধাত্মা।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আমি আপনাকে অভেদ ভাবে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি।

অজ্ঞানতাবশে আমি যা যা *** দোষ করেছি, সেইসব দোষ আপনার সমক্ষে প্রকাশ করছি। তার হৃদয়পূর্বক খুব পশ্চাতাপ করছি। আর আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হে প্রভু ! আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন আর আবার যেন এমন দোষ না করি, এমন আপনি আমাকে শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আপনি এমন কৃপা করুন যেন আমার ভেদভাব মিটে যায় আর অভেদভাব প্রাপ্ত হয়। আমি আপনাতে অভেদ স্বরূপে তন্ময়াকার থাকি।

*** যে যে দোষ হয়েছে , সেসব মনে প্রকাশ করবে।

প্রতিক্রমণ বিধি

প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানের সাক্ষীতে, দেহধারী * এর মন-বচন-কায়ার যোগ, ভাবকর্ম-দ্রব্যকর্ম-নোকর্ম থেকে ভিন্ন এমন হে শুদ্ধাত্মা ভগবান, আজকের দিন পর্যন্ত যে যে ** দোষ হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চাইছি, পশ্চাতাপ করছি যে আবার এমন দোষ কখনো করবো না, এমন দৃঢ় নিশ্চয় করছি। আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। আলোচনা-প্রতিক্রমণ-প্রত্যাখান করছি। হে দাদা ভগবান ! আমাকে এমন কোন দোষ না করার জন্য শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন।

* যার প্রতি দোষ হয়েছে সেই ব্যক্তির নাম।

** যে দোষ হয়েছে তা মনে করবে (তুমি শুদ্ধাত্মা আর যে দোষ করেছে তাকে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে, চন্দুলাল কে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে।)

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত বাংলা পুস্তকসমূহ

১. আত্ম-সাক্ষাৎকার
২. এডজাস্ট এভরিহোয়্যার
৩. সংঘাত পরিহার
৪. চিন্তা
৫. ক্রোধ
৬. আমি কে ?
৭. মৃত্যু
৮. ত্রিমন্ত্র
৯. দান
১০. প্রতিক্রমণ
১১. ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর
১২. সেবা-পরোপকার
১৩. ভুগছে যে তার ভুল
১৪. মানব ধর্ম
১৫. যা হয়েছে তাই ন্যায়
১৬. দাদা ভগবান কে ?
১৭. জগত কর্তা কে ?
১৮. কর্মের সিদ্ধান্ত
১৯. আত্মবোধ
২০. অন্তঃকরণের স্বরূপ

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তকসমূহ

1. Self Realization
২. Tri Mantra
3. Noble Use of Money
4. Pratikraman (Full Version)
5. Truth and Untruth
6. Generation Gap
7. Science of Money
8. Non-Violence
9. Avoid Clashes
10. Warries
12. Who am I
14. Anger
15. Adjust Everywhere
16. Aptavani -1,2,4,5,6,8 and 9
17. Harmony in Marriage
18. The Practice of Huminity
19. Life Without Conflict
20. Death : Before, During and After
21. Spirituality in Speech
22. The Flowless Vision
23. Shri Simandhar Swami
24. The Science of Karma
25. Brahmacharya : Celibacy
26. Fault is of the Sufferer
28. Guru and Disciple
30. The essence of religion
31. Pratikraman

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে।
* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি,গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

সম্পর্ক সূত্র
দাদা ভগবান পরিবার

অড়ালজ : ত্রিমন্দির, সীমন্ধর সীটি, আহমদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জি.-গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯)৩৯৮৩০১০০, ৯৩২৮৬৬১১৬৬/৭৭
E-mail : info@dadabhagwan.org

মুম্বাই : ত্রিমন্দির, ঋষিবন, কাঁজুপাড়া, বোরিভলি (E)
ফোন :৯৩২৩৫২৮৯০১

দিল্লী	: ৯৮১০০৯৮৫৬৪	বেঙ্গলুরু	: ৯৫৯০৯৭৯০৯৯
কোলকাতা	: ৯৮৩০০৮০৮২০	হায়দ্রাবাদ	: ৯৮৮৫০৫৮৭৭১
চেন্নাই	: ৭২০০৭৪০০০০	পুনে	: ৭২১৮৪৭৩৪৬৮
জয়পুর	: ৮৮৯০৩৫৭৯৯০	জলন্ধর	: ৯৮১৪০৬৩০৪৩
ভোপাল	: ৬৩৫৪৬০২৩৯৯	চন্ডীগড়	: ৯৭৮০৭৩২২৩৭
ইন্দৌর	: ৬৩৫৪৬০২৪০০	কানপুর	: ৯৪৫২৫২৫৯৮১
রায়পুর	: ৯৩২৯৬৪৪৪৩৩	সাঙ্গলী	: ৯৪২৩৮৭০৭৯৮
পাটনা	: ৭৩৫২৭২৩১৩২	ভুবনেশ্বর	: ৮৭৬৩০৭৩১১১
অমরাবতী	: ৯৪২২৯১৫০৬৪	বারাণসী	: ৯৭৯৫২২৮৫৪১

U. S. A : **DBVI Tel.** +1 877-505-DADA (3232)
Email : info@us.dadabhagwan.org

U.K. : +44 330-111-DADA (3232)

Kenya : +254 722 722 063

UAE : +971 557316937

Dubai :` +971 5013644530

Australia : +61 421127947

New Zealand : + 64 21 0376434

Singapore : +65 81129229

Website : www.dadabhagwan.org

পদ্ম আর জলের কোন ঝগড়া নেই, এমন সংসার আর জ্ঞানে কোন ঝগড়া নেই। দুটো আলাদাই হয়। মাত্র রং বিলীফ। 'জ্ঞানী পুরুষ' সব রং বিলীফ কে ফ্রেকচার করে দেন আর সংসার সব আলাদা হয়ে যায়। এখন আপনি 'জ্ঞানী' থেকে বিমুখ আছেন। যখন 'জ্ঞানী'র সন্মুখ হয়ে যাবেন, তখন সংসার আলাদা হয়ে যাবে।

-দাদাশ্রী

dadabhagwan.org

Printed in India

Price ₹30